THE

SHIKSHAKA OR MONITOR

BEING

A SERIES OF MORAL AND CIVIL DISCOURSES FOR THE INSTRUCTION OF YOUNG PROPRIETORS OF LAND

TO WHICH IS APPENDED

A GLOSSARY OF PERSIAN WORDS USED IN FISCAL AND FORENSIC MATTERS; AS ALSO A CLASSIFICATION OF LANDS ACCORDING TO THEIR NATURE AND UTILITY.

BY

BARADA KANTA MAJUMDAR.

"The essential qualities for a man of business are of a moral nature; these are to be cultivated first. He must learn betimes to love truth. That same love of truth will be found a potent charm to bear him safely through the world's entanglements—I mean safely in the most worldly sense."

Arthur Helps.

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE AUTHOR.

1876.

DEDICATED

TO

RAJA PRAMATHA BHUSHANA DEVA RAYA

OF NALDANGA

AS A TRIBUTE OF AFFECTION AND REGARD

BY

THE AUTHOR.

ভূমিকা।

তিন চারি বৎসর অতীত হইল জনৈক ভূম্যধিকারির পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে নৈতিক, বৈষয়িক নানাবিধ সৎপরামর্শ সাধ্যানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদি এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তবে সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নলডাঙ্গা
১২৮৩ সাল

গ্রন্থকারস্য।

শিক্ষক।



উপক্রমণিকা।

এই সুবিস্তীর্ণ ধরণীমণ্ডলে যত প্রকার জীব আছে, তন্মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বর মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষতা; ভবিষ্যদালোচনা, ভূত পর্য্য-বেক্ষণ প্রভৃতি দূর-দর্শিতা—সর্ব্বোপরি, ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান কেবল মনুষ্য-তেই পর্য্যবেক্ষিত হয়। নিকৃষ্ট জন্তুগণের সহিত দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদি অনেক বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য আছে; ক্ষুধার্ত্ত হইলে আমরা যেমন আহার করি, তাহারাও তদ্রূপ করে; আমরা যেমন ষড়রিপু চরিতার্থ করিয়া থাকি তাহারাও তদ্রূপ করে; আমরা যেমন শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করি, তাহারাও তদ্রূপ করে—এমন কি, অনেকানেক পক্ষী মনুষ্যের বাক্য পর্য্যন্তও অভিনয় করিতে সক্ষম। কিন্তু তাহা-দের এই পর্য্যন্তই সীমা। তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ; শত্রুদল পরিমিত। অপিচ, জগদীশ্বর এই সমস্ত পশু পক্ষীকে অবস্থানুরূপ স্ব স্ব আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে যে উপায় আবশ্যক তাহা স্বভাবসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; কোন বিষয়ে স্বাধীন বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই; এমন কি তাহাদের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে নিয়মাবলি সম্পূর্ণ বিস্তীর্ণ ও মহৎ। নিকৃষ্ট জীব-জন্তু কালপরিমেয় ঘটিকার স্বরূপ; সমস্ত্রী কতকগুলি নিয়ম দ্বারা তাহারা চালিত হয়। মনুষ্য তদ্বিপরীত। মনুষ্য একটি অর্ণবপোত তুল্য। কর্ণধার ও বাহক ব্যতীত কিছুতেই সংসার-সাগরে গমন করিতে পারে না। বিবেক শক্তি আমাদের কর্ণধার, আর আর

মানসিক বৃত্তি রাহক। জগদীশ্বর আমাদিগকে এতাদৃশ মহান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আমরা তৎকৃত নিয়মাবলির, এমন কি, স্বয়ং তাঁহার ইয়ত্তা করিতেও কৃতযত্ন হইতে সক্ষম। অন্যতর আর কোন্ প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান আছে?

জগদীশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আর কোন প্রাণীকে তিনি এতাদৃশ সমাজাধীন করেন নাই। সকলেই যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও সুখানুরূপ কার্য্য করিত, তবে এত দিন মনুষ্য রাজ্যের নাম মাত্রও শ্রুতিগোচর হইত না। এই বিষ-প্রদ কুৎসিত ফল উৎপাদন নিবারণ জন্য বিশ্ব-নিয়ন্তা মনুষ্যকে পরস্পরাধীন করিয়াছেন, পরস্পর সকলেই সকলের সাহায্য আবশ্যক করে, কেহই স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সুতরাং যে কার্য্য সাধারণের মঙ্গল জনক তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত, এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহাই গর্হিত। নিরর্থক আমোদ প্রমোদ কি সম্পূর্ণ স্বার্থপর কার্য্য অনুষ্ঠানে মূল্যবান সময় হত্যা করার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে সৃজন করেন নাই। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমরা মহৎ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি এবং সেই মহত্ত্ব রক্ষা করাই মঙ্গলদাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। যেমত তামসাবৃত কুটিমের শত শত দ্বার থাকিতেও তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তি তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ এই মহত্ত্ব প্রতিপাদনের শত সহস্র উপায় বিদ্যমান থাকিতেও অজ্ঞানান্ধকারাবৃত মূঢ় ব্যক্তি তৎ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া যদৃচ্ছা ঘৃণের কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে দুর্লভ মানব জন্মের অপব্যয় করে। আমরা কি, কি জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, কি কার্য্যই বা আমাদিগকে এই সংসার রূপ রঙ্গ ভূমিতে করিতে হইবে, এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত করা অতীব কর্ত্তব্য। ক্ষণিক সুখের জন্য বৃথা আমোদে সময় নষ্ট করা পরম পাপ; যাহাতে সুখের অচলা-লক্ষ্মী আমাদের হৃদয়ে বিরাজমানা হইয়া নিয়ত আমাদিগকে সন্তোষ প্রদান করেন তদ্রূপ পথ অবিলম্বে অবলম্বন করা মহতের পক্ষে ক্ষেমঙ্কর।

সবল শরীর এবং কর্ষণের সমুদয় আবশ্যক দ্রব্যের অধিকারী ব্যক্তি

যদি চাষ কর্ম্মে আলস্য করিয়া অকারণে জঠরানলে দগ্ধ হয়, তাহাকে পামর ভিন্ন আর কোন্ উপযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে? এই বিস্তীর্ণ সংসার ক্ষেত্রে মঙ্গলময়-বীজ বপন জন্য জগদীশ্বর আমা-দিগকে বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আদি নানাবিধ সদুপায় দ্বারা ভূষিত করিয়া-ছেন; আমরা যদি তৎ সমুদায় অবহেলা করিয়া মূর্খতার কি রিপুর বশবর্ত্তী হই, তবে মনুষ্য বলিয়া কি লজ্জায় পরিচয় প্রদানে সাহসী হইব? প্রত্যুতঃ, তদবস্থায় আমরা পশু অপেক্ষাও নীচ। যে সকল মঙ্গলময় বীজ বপন করিলে সুফলপ্রদ তরু উৎপাদিত হইয়া সংসার সুখের ভাণ্ডার হয়, তৎ সমুদয়কে "কর্ত্তব্য" কহে। এবং বিধ কর্ত্তব্য কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ ও মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা হয়; নতুবা কিছুতেই যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায় না, বরং পরিশেষে ভয়ানক অসন্তোষ ঊর্ম্মি উত্থিত হইয়া জীবন সাগর উৎপ্লুত করে।

এই পৃথিবীতে আমাদের সময়াংশ এত অল্প, অবস্থার এত অসা-মঞ্জস্য যে, সমুদয় সদনুষ্ঠান এক জনের অসাধ্য; তজ্জন্য যাঁহার যেরূপ অবস্থা, জ্ঞান ও বুদ্ধি, সাধ্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কেহবা দুঃসহ দারিদ্র্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন ও দুই একটি সামান্য ব্যতীত মহৎ সদনুষ্ঠান করিতে অক্ষম; কেহবা নানাবিধ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা তৎ সমস্ত অসদ্ভাবকে পরাজয় করিয়াছেন, যাঁহারা বিত্ত ও ক্ষমতা প্রভাবে ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ লোকের হিত সাধন এবং স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতে সক্ষম তাঁহাদের সময় যে কত মূল্যবান তাহা বর্ণনাতীত। সচরাচর, রাজপদারূঢ় এবং ধনীব্যক্তিগণ ধনমদে মত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণ দ্বারা মনুষ্য নামের অবমাননা করেন; মূর্খতার আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠেন; কিন্তু ঈদৃশ কার্য্য-কলাপ দ্বারা যে কেবল তাঁহারাই নীচ হন এমত নহে, অধীনস্থ বহু সংখ্যক লোক তদ্দৃষ্টান্তে নষ্ট হইয়া যায়। দৃষ্টান্তের ঈদৃশী গরীয়সী শক্তি যে

অপেক্ষাকৃত ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করিয়া পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ কার্য্য চলিয়া থাকে। এমন কি, সামান্য পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা যেরূপ স্বভাবের ব্যক্তি, অবশিষ্ট সকলেই প্রায় ন্যুনাতিরেকে সেই স্বভাব বিশিষ্ট হয়। অপিচ, বিশেষ অনুধাবন করিলে প্রতীত হয় যে, অসচ্চরিত্র ব্যক্তির স্ত্রী প্রায়ই সতীত্ব-ভূষণবর্জ্জিত। অতএব, অনুকরণ বৃত্তি মনুষ্যের যখন এত বলবতী, তখন যাঁহার দৃষ্টান্তে বহু-সংখ্যক লোকের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের নির্ভর করে, তাঁহার সময় যে কত মূল্যবান, চরিত্র কত দূর পবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য, অতি অল্প বিবেচক লোকের নিকটেও তাহা অপ্রতীত নহে। ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তির জীবনে যে কেবল মাত্র তাঁহার স্বকীয় স্বত্ব এমত নহে; অধীনস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই তাহার উপর অকাট্য দাবী আছে; কেন না উহা তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রধান আধার। ঈদৃশ রাজা, ভূম্যধিকারী এবং ধনী ব্যক্তিদিগের উপদেশ ও শিক্ষার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

প্রথম অধ্যায়।

বিদ্যাশিক্ষা।

যদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে শিক্ষা কহে। মনোরাজ্যে নানাবিধ বৃত্তি আছে; তৎ সমস্ত পরিচালন করিয়া উৎকর্ষতা লাভের প্রধান উপায় বিদ্যাশিক্ষা। যেমন সুরম্য পুষ্পোদ্যান সুরক্ষিত না হইলে অবহেলা ক্রমে হীনশ্রী হইয়া পরিশেষে বিবিধ বিষাক্ত বৃক্ষোৎপাদন করে, তদ্রূপ মানসিক বৃত্তির পরিচালনা না করিলে মনুষ্যের প্রকৃষ্ট স্বভাবের অপহ্নব হইয়া জীবন মূর্খতা জনিত পাপে কলঙ্কিত হয়। মূর্খতার প্রথম ফল সাংসারিক কষ্ট। মূর্খ ব্যক্তি দরিদ্র হইলে ধনোপার্জনে অক্ষম হইয়া বিবিধ দৈহিক ও মানসিক দুঃখে পতিত হয়। আত্মীয় ব্যক্তির অনাদরভাজন হইয়া লাভের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকের গণনার মধ্যে পতিত হয় না। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অজ্ঞ হইলে, আশু সুখদ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে শীঘ্রই ধন নষ্ট করিয়া দারিদ্র্যদোষে দূষিত হন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ অনায়াসেই ধন হরণ করে। এইরূপে কিছুকাল মধ্যে নিঃস্ব হইয়া ঘোর বিপদে পতিত হন।

দ্বিতীয়তঃ। অশিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি আশৈশব ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও দুর্ম্মার্গগামী হইয়া প্রকৃত স্বভাব এত অপকৃষ্ট করিয়া ফেলেন যে, পরিণামে আর কিছুতেই সন্মার্গাবলম্বন করিতে পারেন না। অভ্যাসের এমনি দোষ যে, সেই সমস্ত পাপাচরণ ক্রমে ক্রমে স্বভাবগত হইয়া এক প্রকার অত্যজ্য হইয়া উঠে; ইচ্ছা করিলেও ত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং ধনের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। স্ববিত্ত যতদুর থাকে তাহা নষ্ট করিয়া পরিশেষে মিথ্যাচরণ, শঠতা ইত্যাদি প্রবঞ্চনার কার্য্য দ্বারা অপরের ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করেন। দেশে "কুলাঙ্গার" উপাধি ঘোষিত হয়।

তৃতীয়তঃ। মূর্খ ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইলে তদ্দ্বারা পৃথিবীর যে কত দূর অমঙ্গল হয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। মূর্খ হইলে সদসৎ বিবেচনা, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম দর্শনশূন্য হইতে হয়; সুতরাং বিচার, অবিচার, তাঁহার নিকট এক শ্রেণীর বাক্য বলিয়া গণ্য হয়। অপরাধী ব্যক্তি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সুখে বাস করে; নিরপরাধী রাজদণ্ডে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

চতুর্থতঃ। জ্ঞানহীন ধনীর নিকট চাটুকারের অতীব আদর হয়। এই সকল তোষামোদকারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন জন্য সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিয়া রাজসকাশে প্রতিপন্ন হয়। কামাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ আশু সুখদায়ক; চাটুকারেরা সেই সকল বিষকুম্ভ-পয়োমুখ-আমোদে ধনীকে রত করিয়া তাহাকে এককালে অমানুষ করিয়া তুলে। ক্রমে মাদকাদি ব্যবহারের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া তাঁহাকে এককালে কলঙ্কের কূপে নিপতিত করে।

পঞ্চমতঃ। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ অন্তরে না থাকিলে ধনী ব্যক্তিরা প্রায়ই স্বার্থপর হইয়া থাকেন। স্বকীয় ইষ্ট সাধন জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা অন্যের অর্থাপহরণ করিতে ত্রুটি করেন না। কিসে ইহার নষ্ট করিয়া অর্থ লইব, কিসে উহার নষ্ট করিয়া ভূমি গ্রহণ করিব, এই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। সদনুষ্ঠান তিরোহিত হইয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ। জড়মতি ধনীর নিকট সদ্ব্যক্তি কর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে না; করিলেও অচিরাৎ হতমান হইয়া পলায়ন করে। নিরপেক্ষ রূপে হিতানুষ্ঠান করিতে গেলে তাঁহার অনুরাগ ভাজন হওয়া যায় না। সৎ কথা তাঁহার নিকট বিষবৎ, সুতরাং ঈদৃশ স্থলে ন্যায়ানুরক্ত ব্যক্তি কি প্রকারে বাস করিতে পারে? অধর্ম্ম পরায়ণ অজ্ঞ-ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং পরিশেষে তৎ-কর্তৃকই তাঁহার ধ্বংসের সোপান নির্ম্মাণ হইতে থাকে।

সপ্তমতঃ। ঈদৃশ ধনী ব্যক্তিকে কেহই শ্রদ্ধা করে না। স্পষ্টতঃ

চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু অন্তরালে নানা প্রকার কটুভাষা দ্বারা তাঁহার প্রকৃত স্বভাব ঘোষণা করে।

অষ্টমতঃ। তাঁহাকে কেহই বিশ্বাস করে না; কারণ যে ব্যক্তি মূর্খতা বশতঃ স্বকীয় বুদ্ধির বলে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহাকে কে কোন্ কালে বিশ্বাস করিতে সাহসী হয়?

নবমতঃ। রাজার উৎসাহে দেশে নানাবিধ সদনুষ্ঠান ও বিদ্যা-লোচনাদি হইয়া থাকে। যে রাজা নিজে অজ্ঞ তাঁহার রাজ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও থাকে না। যেমন কোন কোন রমণী পতি থাকি-তেও বিধবা, তদ্রূপ সেই রাজার রাজ্য, রাজা থাকিতেও অরাজকতা দোষে দূষিত হয়।

ধনী ব্যক্তি মূর্খ হইলে যে যে দোষ উপস্থিত হয় তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ কথিত হইল। ফলে, মূর্খতা যে সমস্ত দোষের প্রসূ তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? বিদ্যা রাজা অপেক্ষাও পূজনীয় পদার্থ; কেন না কথিত আছে "স্ব-দেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" বস্তুতঃ বিদ্যা-ধনে ধনীব্যক্তিই প্রকৃত ধনী। পার্থিব বিভব এত চঞ্চল, লক্ষ্মী ঈদৃশী চপলা, যে কোন জ্ঞানীব্যক্তিই ধনের গৌরব করিতে পারেন না। অদ্য যাহাকে ধনী বলিয়া শত শত লোকে সম্ভ্রম করিতেছে, কল্য তাহার হীনাবস্থায় সেই সকল লোকেই তাহাকে অবমাননা করে; যে ব্যক্তি ঈদৃশ ঘৃণেয় ধনের অভিমানে বিদ্যা ধর্ম্মাদি পরম ধনে জলাঞ্জলি প্রদান করে তাহার ন্যায় অন্ধ আর কে আছে? কেবল ধনে কি তোমাকে সুখী করিতে পারে? কোন্ কালে কোন্ ধনী কেবল ধনের প্রসাদে সুখ লাভ করিয়াছে? বস্তুতঃ, কেবল মাত্র ঐশ্বর্য্য সুখের কণ্টক স্বরূপ, জ্ঞান ও সদনুষ্ঠান চির সুখের আদান। বাহ্যিক যত যন্ত্রণা, যত কষ্টই হউক, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় মানসিক বীর্য্যের বলে সকল অনর্থের উপশম করিয়া আভ্যন্তরিক সুখভোগ করেন। কোন অশুভ ঘটনা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে না। আত্ম-প্রসাদ পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় হৃদয়ে বিরাজ করিয়া তাঁহাকে চির সুখী করে। ধনী ব্যক্তি যদি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক

হইতে পারেন, তবে তাঁহার ন্যায় সুখী পৃথিবীতে আর কেহই নহে। যেমন প্রাতঃকালীন শিশিরসিক্ত শষ্পশয্যা কোটি কোটি মণিমুক্তা শোভিত হারমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বিদ্বানের মন তদ্রূপ শত সহস্র নব ভাবে সদা সজ্জীভূত থাকে। "দানেন নক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং" বিদ্যা দানে ক্ষয় হয় না, দায়াদে বণ্টন করিয়া লইতে পারে না; এবং চৌর্য্যের শঙ্কাধীন নহে। অতএব এতাদৃশ অক্ষয় ধন আর কি আছে?

বিদ্যা সত্যের দ্বার স্বরূপ। বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে না থাকিলে সত্যের উপলব্ধি হয় না। যেমন রঞ্জিত দর্পণ চক্ষের নিকট ধরিলে সকল পদার্থই তদ্রাগসংশ্লিষ্ট দেখা যায়; কিছুরই প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি হয় না; তদ্রূপ অশিক্ষিত লোকের নিকট কোন বস্তুই প্রকৃতালোকে দৃষ্ট হয় না। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটীস্ নূতন মতের আবিষ্কারক বলিয়া রাজ-দ্বারে দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞাবশাৎ তাঁহাকে হিম্লক্ নামক এক প্রকার বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তৎকালের মত ছিল যে ভৌতিক দেহের পতন হইলেই মনুষ্যের শেষ হইল; সুতরাং দেহ অতি মূল্যবান এবং মৃত্যু অদ্বিতীয় ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে সক্রেটীশ দৃঢ়রূপে জানিয়াছিলেন যে মৃত্যু, দেহ পরিবর্ত্তন মাত্র; মৃত্যুন্তে পৃথিবী অপেক্ষা সুখ সম্ভোগের স্থান আছে। তজ্জন্যই বিষের বিশাল যাতনাতে তাঁহাকে অধীর করিতে পারিয়াছিল না। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতি হইয়া কাল কুঠারাঘাতে নত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চিত্ত এতাদৃশ অবিচলিত ছিল যে, তিনি শেষ নিশ্বাসের সহিত ক্রাইটন্‌কে বলিয়া ছিলেন "ক্রাইটন! আমরা ইষ্‌কিউলে পিয়াসের নিকট একটি কুক্কুট ঋণী আছি। আমার নিমিত্ত এই ঋণ শোধ করিও; অবহেলা করিও না"। উপসংহারকালে বক্তব্য যে, বিদ্যা-জনিত আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উন্নত। কুতূহল চরিতার্থ করা, অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, যদি আনন্দের কারণ হয়, তবে, বিদ্যা ব্যতীত আর কিসে সেই ভূমানন্দ লাভ

করা যাইতে পারে? হীরক এবং অঙ্গার একই পদার্থ; জল প্রায়তঃ আগ্নেয় পদার্থে প্রস্তুত; অন্নের রাসায়নিক ফল ভিন্ন ভিন্ন বায়ু; এই সকল জ্ঞানে যাদৃশ আনন্দোদ্ভূত হয়, কোন্ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে, কোন্ বৃথা আড়ম্বরে, কোন্ ধনাপব্যয়ে তাদৃশ আন্তরিক সুখোদয় হইয়া থাকে? কতিপয় পাউণ্ড জল কোন বিশেষ রূপে রক্ষিত হইলে দুর্দম্য-গতি উৎপাদন করে; এক ছটাক ভার পদার্থে ২।৷০ মণ তৌল করিতে পারে; এতদপেক্ষা মনঃ প্রীতিকর আর কি আছে? যে আশ্চর্য্য ক্ষমতার বলে সৌরজগৎ একতানে পরিভ্রাম্যমান হইতেছে, তাহারই বলে জলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, আবার তাহারই প্রসাদাৎ প্রস্তর খণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিলে অধঃপতিত হয়, এতদপেক্ষা আনন্দপ্রদ জ্ঞান আর কি আছে? বিশ্ব-নিয়ন্তা এবংবিধায়ে সমুদয় আভ্যন্তরিক ও ভৌতিক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়াছেন, বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ ভিন্ন তাহা বোধগম্য হয় না। এতদ্ব্যতীত, সাংসারিক সমস্ত সুখের আধার বিদ্যা। বিদ্যাহীন মূঢ় সর্ব্ব সুখ হইতে বঞ্চিত। সুবিখ্যাত আডিসন্ বলেন "অশিক্ষিত মন খনিকাগর্ভস্থ শ্বেত প্রস্তরবৎ। তাবৎ উহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিছুই লক্ষ্য হয় না, যাবৎ পরিষ্কারকের নৈপুণ্যে বর্ণ-ভেদ, উজ্জ্বল বহির্ভাগ, সুন্দর মেঘাবরণ, চিহ্ন এবং শরীরস্থ ধমনী সকল প্রকাশিত না হয়। তদ্রূপ, মহদন্তঃকরণ কার্য্যক্ষেত্র হইলে, বিদ্যা প্রত্যেক গোপনীয় গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বকে বহির্ভূত করিয়া দেয়। বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সেই সমস্ত সদ্গুণ কখনই প্রকাশিত হয় না।" অতঃপর বিদ্যা যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সোপান স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আত্মোৎকর্ষ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে বিদ্যা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের পথদর্শক স্বরূপ। এইক্ষণ সেই সকল সন্মার্গের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনুষ্য-জীবনে শোক দুঃখ এতাধিক পরিমাণে পতিত হয় যে, আমোদ আহ্লা-দের ভূয়িষ্ঠ উপায় না থাকিলে দুর্ব্বিষহ জীবন ভার কিছুতেই বহন করা যায় না। সুতরাং মনুষ্য যে সাধারণতঃ আমোদপ্রিয় তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? চিন্তাকীটে যখন মন জর্জ্জরীভূত করিতে থাকে, শোকে যখন অভিভূত করে, কার্য্য না থাকিলে যখন অন্তঃকরণ অতীব চঞ্চল হয়, তখন যে কোন উপায়েই হউক, আমোদের সময় অন্বেষণ করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। বিশেষতঃ ধনীব্যক্তিরা সর্ব্বদা আলস্য পরতন্ত্র থাকেন বলিয়া আমোদ প্রমোদ তাঁহাদের নিকট এক প্রকার অপরিত্যাজ্য হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহাদের মনে করা কর্ত্তব্য যে পৃথিবীতে যে অল্প সময়ের নিমিত্ত তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমোদাপেক্ষা অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হইবে; তাঁহারা যে কার্য্য-শূন্যতা স্থলে, কি ভ্রমে, বৃথা আমোদে সময় হত্যা করেন, সে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। চিন্তা করিয়া দেখিলে, জীবনে এত কার্য্য-ভার রহিয়াছে দেখা যাইবে, যে তাহা সম্পূর্ণ একাগ্রতা ভিন্ন কখনই সম্পন্ন হয় না। ধনাঢ্য ব্যক্তি মনে মনে বিবেচনা করিতে পারেন "আমোদ প্রমোদ ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কি আবশ্যক? যাহা-দের জীবিকার উপায় নাই তাহারাই দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ধন সঞ্চয় করে; কিন্তু আমার নিকট তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যেখানে আমোদ প্রমোদ ও বিষয় সম্ভোগ আছে তথায় আমি যাইব; যাহাতে কল্পনাকে সন্তুষ্ট এবং ইন্দ্রিয়াদিকে দিবা রাত্রি চরিতার্থ করিতে পারে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলেই আমার জীবন সুখে অতিবাহিত

হইবে।” কিন্তু যাঁহারা ঈদৃশ চিন্তা ও অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা জগদীশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা না করিয়াছেন তিনি তাহাই হইতে চেষ্টা করেন। পাপাঙ্কিত বৃথা আমোদে স্বাস্থ্য ও চরিত্র দূষিত এবং ধনাপব্যয় হয়। পার্থিব সুখ সম্ভোগের প্রধান আধার স্বাস্থ্য। শরীর সুস্থ না থাকিলে জীবন ভারাবহ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা অমানুষ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও মাদক সেবনে রত হইয়া আমোদের অযোগ্য মন্দিরে শারীরিক মঙ্গলের বলি-প্রদান করেন। পরিশেষে তাঁহাদের শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া নানাবিধ ক্লেশোৎপাদক ব্যাধির আধার হয়, এবং অল্পকাল মধ্যে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইয়া জীবন সংক্ষেপ করিয়া ফেলে। তাঁহাদের ধন যত অধিক হউক না কেন, কুবেরাপেক্ষা বিত্তশালী হইলেও, নীতি বিরুদ্ধ আমোদে অনুরক্ত হইলে, ধন-নাশের প্রশস্ত মার্গ আবিষ্কৃত হয়। কারণ, কার্য্যে মনোযোগিতা এবং স্বসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ তাঁহাদের নিকট দুরূহ ভারাবহ হইয়া উঠে। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে তৎ সমস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। ন্যায়ানুগত ধন-ব্যবহারকে তাঁহারা নীচাত্মাসুলভ অধম আচরণ বলিয়া ঘৃণা করেন। রিপুর পরিবর্দ্ধনশীল আবশ্যকতা চরিতার্থ করিবার জন্য দিন দিন অধিকতর ধনের প্রয়োজন হইতে থাকে; চৌর্য্য-বৃত্তি কার্য্যাধ্যক্ষেরা তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অনুজ্ঞা মাত্র ব্যয় যোগাইতে থাকে। এবং স্বতঃ পরতঃ অধিকাংশ ধনের অপহরণ করিয়া পরিণামে শূন্যকোষ ও রিক্তহস্ত ধনাভিমানীকে অপন দুষ্কর্ম্মের ফলভোগে নিপাতিত করতঃ প্রস্থান করে। অমানুষ কার্য্যে রত হইলে শীঘ্রই চরিত্র দূষিত হয়। সর্ব্বদা কুকর্ম্মে কাল হরণ করাতে, লোকে তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিয়া লয়; আর গুরুত্ব থাকে না; বরং পরিশেষে অগণ্য হতবুদ্ধিদিগের দলের সামীল হইয়া পড়েন। পাপাতিশয্য এবং নীতিবিরুদ্ধ আমোদানুরাগ নিবন্ধন জনসাধারণের ঘৃণা ও অপ্রিয়তার ভাজন হইতে হয়। যদিও তিনি চাটুকার অধীনের নিকট প্রশংসা ভাজন

হন, কিন্তু জন সাধারণ তাঁহাকে ক্ষুদ্র পশু ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ব্যাখ্যা করে না। দুরাচার ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াভিনয়ে সুখোৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং সচরাচর অব্যবহিত ঘৃণা ও বৈরক্তি উৎপাদিত হয়। উত্তেজনার কালে একাগ্রতা নিবন্ধন স্বপ্নবৎ সুখের অনুভব কি অনুমান হয়; কিন্তু সম্ভোগান্তে জীবন ভারবহ, শরীর ক্লেশকর এবং সময়ে সময়ে আত্মকৃত কার্য্যে ঘৃণাও অনুভূত হয়। এতাদৃশ ব্যাপার বন্দুকের নাদ, হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত, অথবা দুর্দম্য স্রোতের তুল্য। দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতেই নীরব হয়। নীরব হইলেই তৎসহ তাহার আড়ম্বর দূর হইল।

নিকৃষ্ট-বৃত্তির অধীন হইবার সময় তজ্জনিত বিষ-প্রদ ভাবী ফল কিছুই লক্ষ্য হয় না। প্রথমতঃ, এই সমস্ত আমোদ সাময়িক সুখ সম্ভোগের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। বিষধরের শারীরিক সৌন্দর্য্য সন্নিভ বাহ্যিক সুখানুভবে ইহাদিগের আভ্যন্তরিক কালকূট দৃষ্টিগোচর হয় না। দুরাশাপূর্ণ সতেজ যুবা মনে মনে বিবেচনা করেন "আমি ত ইহাতে রত হইয়া থাকিব না; কেবল সময়ে সময়ে সুখেচ্ছা হইলে রিপু-সেবা, মদ্যপানাদি করিব। যদি অনুরাগ জন্মিতে না দিলাম তবে কিসে নষ্ট হইব।" যৌবন-সুলভ রক্তোম্মত্তা নিবন্ধন ঈদৃশ শূন্যগর্ভ-চিন্তা হইতে পারে; কিন্তু বল দেখি, দুরূহ স্রোতে ঝাঁপ দিলে শরীরের বল কোথায় থাকে? জীবন সকলেরি নিকট প্রিয়। মক্ষিকা মরিবে বলিয়া মধুপান করিতে আইসে না; কিন্তু লোভ এত সর্ব্বনাশের মূলাধার যে মত্ত মক্ষিকা সকল বিপদ বিস্মৃত হইয়া পরিশেষে সুখের মধ্যে জীবন নষ্ট করে। প্রথমে গোপনে, পরে অর্দ্ধ প্রকাশিত, এইরূপ করিতে করিতে অন্যান্য লক্ষ্য ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সেবা শিরস্ত্রাণ স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন সুখাভিলাষ, সুখচিন্তা, উপর্য্যুপরি আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ এই সকল ব্যাপারে দিবানিশি অতিবাহিত হয়। গম্ভীর চিন্তা মনে আর স্থান প্রাপ্ত

হয় না। নগর, পল্লী, জনসাধারণ মন হইতে তিরোহিত হইয়া, স্বকীয় লঘুচেতা দলবলই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে।

ঈদৃশ বিষয় বিলাসি-ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিবেচনা করেন যে, মতস্থির করিয়া নিয়মিত কার্য্য করা অধীনতা মাত্র। স্বাধীনেচ্ছা চরিতার্থ করাই যথার্থ সুখের আদান। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঈদৃশ স্বাধীনতা অধীনতার মায়াবী নাম গ্রহণ করিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বনাশের কূপে নিপাতিত করে। যথেচ্ছা কার্য্য করাকে কখনই স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে না। মনুষ্য মাত্রেই পৃথিবীতে এরূপ অবস্থাপন্ন যে পরিমাণ এবং বিরতি ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। সমাজের শাসন লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভয়ানক ক্লেশোৎপাদিত হয়। এইরূপ সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ব বিষয়ে এক একটী সীমা ধার্য্য আছে। যদি সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুগত কার্য্য করিত, তবে, কাহার সুখ থাকিত, কাহার শান্তি থাকিত, কাহার সম্পত্তি থাকিত আর কাহারই বা জীবন থাকিত? যে অবস্থায় ন্যায় এবং সৎ প্রণালীর অধীন থাকিয়া, গাঢ় বিবেচিত কার্য্য; এবং বাহ্যিক কি আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধক না থাকিয়া, আত্ম মঙ্গলোৎপাদক কার্য্যানুষ্ঠান, করা যায় তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। যথার্থ সুখেচ্ছু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঈদৃশ স্বাধীনতার প্রার্থনা করেন। ইঁহার জ্যোতিঃ চন্দ্রমার বিমল প্রভাপেক্ষা মৃদু; আস্বাদ সুধাপেক্ষা মধুর। যিনি ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহার মন সর্ব্বদা স্বাধীন, কার্য্য অকপট ও গ্লানিশূন্য, এবং আত্মা, সাহসী ও সুখী থাকে। পক্ষান্তরে, উন্মার্গগামী পাপীদিগের মন সর্ব্বদাই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। তাহারা ইন্দ্রিয় সেবার দাস হইয়া সততঃ দুরাচার কার্য্য কলাপের বশবর্ত্তী হয়। যিনি যতই পাপাচারী হউন না কেন, জীবনে এমন অনেক সময় আছে যখন স্বীয় প্রিয় কার্য্য-কলাপের প্রতি ঘৃণারও উদ্রেক হয়। আত্মগ্লানি তখন ঈদৃশ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে যে, অবলম্বিত পথ সেই মুহূর্ত্ত হইতে পরিত্যাগ করিতে বাসনা হয়; কিন্তু

পাপের অধীনতা কি শোচনীয়! সেই মুহূর্ত্ত গত হইলেই যেন আবার অন্ধকূপের মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হইতে হয়। লোকনিন্দা, শরীরক্ষয়, তখন আর উপলব্ধি হয় না; গ্লানি পরাভূত হইয়া প্রস্থান করে। মদ্যপানের অব্যবহিত যন্ত্রণা এবং ভাবী জঘন্যফল কে না অবগত আছে? কিন্তু অভ্যস্ত হইলে কে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? এইরূপ সর্ব্ব-প্রকার হীনানুষ্ঠানে মন সর্ব্বতোভাবে অধীন ও নিস্তেজ হইয়া থাকে। অভ্যাস দৃঢ়মূল হইলে আরব্ধ কার্য্যে আর তাদৃশ সুখানুভব হয় না; পরন্তু উহা দৈনিক অপরিত্যজ্য অনুষ্ঠানের ন্যায় হইয়া পড়ে। কখন কখন বৈরক্তির উদ্রেক হয়; কিন্তু অভ্যাস তাহাকে পরাভূত করিয়া ফেলে। অনেকে জীবনের প্রস্ফুটিত সময়ে নানা প্রকার পাপে রত থাকিয়া পরিশেষে বার্দ্ধক্য দশায় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া উদাসীন হয়। ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, পাপের বিষপ্রদ অধীনতাই ইহার কারণ। সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং সুখ দুঃখ যাহার জ্ঞান ও আস্বাদের অন্তরে থাকে, সে মূঢ়তা নিবন্ধন ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন অথবা সংসারের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করে। জীবনবৃত্তের প্রকৃষ্ট খণ্ড পাপাধীনতায় ক্ষয় হওয়ায়, তাদৃশ ব্যক্তি সংসারের কিছুই আস্বাদ করিতে পারে না। যেমন তৈল মর্দ্দক বৃষ কেবল অঙ্কিত মার্গেই ঘূর্ণায়মান, চক্ষু প্রচ্ছন্ন থাকায় কিছুই দেখিতে পায় না; তদ্রূপ পাপান্ধ ব্যক্তিরা কলুষাঙ্কিত পথে অহরহঃ ভ্রমণ করিয়া সংসারের কিছুই জানিতে পারে না। অধিক কি, জীবনের উদ্দেশ্যও তাহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং ঘানি হইতে মুক্তি পাইলেই যে, সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

নীতি বিরুদ্ধ কোন একটি কার্য্যে রত হইলে শত শত পাপের পথ আবিষ্কৃত হয়। একটী সামান্য ছিদ্র পাইলে যেমন আবদ্ধ জল শত ধারায় তাহার মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া পথ প্রশস্ত করে, পাপের গতিও তদ্রূপ। লোক নিন্দা এত বলবতী, সমাজের শাসন ঈদৃশ ক্ষমতাশালী যে, পাপী ব্যক্তি যতই নির্লজ্জ হউক না কেন, কপটতা

তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া উঠে। একটি দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিতে গিয়া আর একটি অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে রাশি রাশি অসদনুষ্ঠান তাহাকে ক্রমে অভিভূত করে। তখন জীবনের সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য, সুখলালসা মন হইতে তিরোহিত হইয়া কেবল বক্রপথ আবিষ্কারের চিন্তা বলবতী হয়। কপট ব্যক্তির কথায়—কার্য্যে কেহই বিশ্বাস করে না; বরং তাহার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই ইহা সকলেরই মনে দৃঢ় সংস্কার হয়। ঈদৃশাবস্থায় সুখ হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা আত্মগ্লানি আসিয়া মন উদ্বেজিত করে। কিন্তু ধনাভিমানী ব্যক্তির মনে গ্লানি সচরাচর অভিলষিত ফলোৎপাদন করিতে পারে না; তাঁহাদের মন-তৌল প্রায় নানাবিধ পাপানুষ্ঠান ও কুসংসর্গে শাসিত হয়, সুতরাং যে কিছু গ্লানির উদ্রেক হয়, তাহা বিষ-প্রদ হইয়া উঠে। হয় ত গ্লানি অতীত হইলে আরও দুষ্কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়; নতুবা জন-সাধারণের প্রতি অপ্রতিহত ঘৃণা জন্মে। কারণ, নানা কারণে প্রায় ইঁহাদিগের প্রকৃত গ্লানি হয় না, কেবল লোক নিন্দাই ইঁহাদের মনঃকষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।

ধার্ম্মিকের মন মধ্যাহ্নগত ভাস্করের ন্যায় সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। শত শত সাংসারিক যন্ত্রণাতেও তাঁহাকে ভীত কি অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর মন ঈদৃশ কলুষিত যে সর্ব্বদাই অসুখ ভিন্ন সুখের সঞ্চার হয় না। দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিরা সততঃ লোক নিন্দা, লজ্জা ও আত্মগ্লানি দ্বারা পেষিত হইতে থাকে; এ দিকে পাছে লোকে তৎকৃত অপকর্ম্ম জ্ঞাত হয়, এই ভয়ে অহরহঃ জড়ীভূত হয়। তাহারা লোকের নিকট কোন কথা অম্লান চিত্তে কি সাহসিকতার সহিত বলিতে, কি আত্মীয়ের মধ্যে কেহ অসচ্চরিত্র হইলে তাহার শাসন করিতে, সক্ষম হয় না।

বৃথা আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করা যে নিতান্ত অবৈধ তাহা একরূপ বিবৃত হইল। বস্তুতঃ যাহাতে স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় তদন্বেষণই অতীব কর্ত্তব্য। আপাততঃ সুখ, পশ্চাৎ দুঃখপ্রদ মার্গাবলম্বনাপেক্ষা চিরসুখের নিদান উপায়াবলি মাত্রেরই অনুসন্ধান

করা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে কার্য্যানুষ্ঠানে মানসিক নির্ম্মলানন্দ অনুভূত হয় তাহাই চিরসুখপ্রদ; নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় কে কোন কালে আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আত্মপ্রসাদের প্রসূ। দীনহীন দরিদ্রকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, কোন্ ইন্দ্রিয় সেবায় তাদৃক্ সুখের শতাংশের একাংশও হইয়া থাকে? ন্যায়ানুগত নিয়ম দ্বারা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ইহার কোন্টী সুখদায়ক? দেশ হিতৈষিতা আর অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা অমঙ্গল সাধন, ইহার মধ্যে কোন্টী মনুষ্যত্বের চিহ্ন? এবংবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যের ভিত্তি ভূমি সত্যাচরণ; ইহা ত্রিবিধ, যথা (১) আত্মার প্রতি, (২) মনুষ্যের প্রতি; (৩) কার্য্যের প্রতি।

(১) আত্মার প্রতি। অনেকে বিবেচনা করেন সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অল্পায়াস সিদ্ধ। বস্তুতঃ এটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। যাঁহার মন নীতিশাস্ত্রের সুনিয়ম দ্বারা শাসিত হয় নাই, তিনি কখন সত্য বাক্য প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। স্বার্থ, লজ্জা, ভয়, অনুরোধাদি বহুতর প্রতিবন্ধক পরাজয় করিয়া সত্য বলা অতি সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই বহু আয়াসসাধ্য সত্য-ধন যিনি একবার কোষস্থ করিয়াছেন, তিনিই তাহার মূল্য বুঝিতে সক্ষম। সত্য বলা যে কি ভূমানন্দের বিষয় তাহা সত্যবাদী ভিন্ন কে জানিতে পারে? যিনি আত্মাকে বিমল রাখিয়া চিরসুখানুভব করিতে বাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে সত্য ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বনীয় নহে। মিথ্যা ব্যবহার মানসিক দৌর্ব্বল্যের কার্য্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, মিথ্যাবাদীর ন্যায় নীচ এবং ভীরু জগতে আর নাই। সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়া সামান্য মনুষ্যকে ভয় করা, আর মিথ্যা ব্যবহার করা একই বাক্য; কারণ মিথ্যা বাক্য ঈশ্বরের নিয়ম ও ইচ্ছা বিরোধী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মনুষ্য গূঢ়ানুসন্ধান না করিয়া বর্ত্তমান কার্য্যে মত্ততা নিবন্ধন অনায়াসে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে। বোধ হয় যেন মিথ্যা আমোদের অপরিত্যজ্য অঙ্গের ভূষণ। একটি সামান্য

গল্পচ্ছলেও আমরা নানাবিধ মিথ্যা বলিয়া থাকি। ইহার কারণ কি? মিথ্যার কোন নৈসর্গিক ক্ষমতা নাই, যাহাতে মনুষ্যকে পরাভূত করে; তবে মায়াবী রাক্ষসীর ন্যায় উহার একটি মোহিনী শক্তি আছে। মিথ্যা, ভবিষ্যদালোচনার কবাটে দৃঢ় অর্গল দিয়া অল্পবুদ্ধি মানবের সমীপে বর্ত্তমান রঙ্গভূমি সুচিত্রিত করিয়া রাখে। স্বার্থ, নিন্দা, অভাব, লজ্জা, আমোদ, সাময়িক প্রতিপন্নতাদি কতিপয় কারণে লোকে মিথ্যা ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেকে আশূপকারক বলিয়া মিথ্যা ব্যবহারকে সময়ে সময়ে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন; একটি মিথ্যা বাক্য বলিলে জীবন রক্ষা পাইত, একটি মিথ্যাচরণ করিলে ভূম্যধিকার নষ্ট হইত না, অথবা একটি মিথ্যা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে বহুল সম্পত্তি হস্তগত হইত—এগুলি সামান্য প্রলোভন নহে যথার্থ বটে; কিন্তু ভবিষ্যতের দ্বার উন্মীলন করিয়া বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ কর। পার্থিব কৃত-কার্য্যতাই যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তবে মিথ্যাচরণ বড় দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, একের জন্য জগৎ নহে; সকলই পরস্পরাধীন। এই স্বাধীনতামূলক নৈসর্গিক অধীনত্ব প্রতিপাদন জন্য জগদীশ্বর সাধারণ নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন। তৎ সমস্ত প্রতিপালনে জনসাধারণের এবং স্বকীয় প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয়। যদি সকলেই মিথ্যা এবং কৃত্রিমতার পাণ্ডা হইত, তবে জগৎ কখনই চলিত না; অপিচ, জগদীশ্বর মনুষ্যকে ঈদৃশ স্বভাবাপন্ন করিয়াছেন যে, সকলেই ইচ্ছা করে যে, অন্যে তাহার প্রতি সত্য ব্যবহার করুক। সুতরাং সত্য আত্মমূলক ও সার্ব্বভৌম। যদি সাংসারিক লোকেরা স্বার্থকেই জীবনের প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও সত্য ভিন্ন স্বার্থ রক্ষার উপায়ান্তর নাই; কারণ আত্মার মঙ্গলই প্রকৃত স্বার্থপরতা। মনের মধ্যে এমত এক মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রত্যেক মিথ্যাচরণে আমাদের প্রতি রক্ত-কষায়িত লোচনে দৃক্‌পাত করেন। তাঁহার বশবর্ত্তী হইলে মিথ্যার কুহকে পতিত হইতে হয় না।

প্রাগুল্লিখিত কারণাবলির বশাধীন হইয়া লোকে সাধারণতঃ

মিথ্যা ব্যবহার করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, মিথ্যাচরণে কোন উপকার নাই, প্রত্যুত ভূয়িষ্ট অপকার হইয়া থাকে। মানসিক আনন্দ এবং শান্তি যদি প্রকৃত সুখের কারণ হয়, তবে সত্য ব্যতীত তাহা কিছুতেই অনুভূত হয় না। "মিথ্যাবাদী" শব্দটি কাহার নিকট না বিষবৎ বলিয়া বোধ হয়? মিথ্যাবাদী বলিলে কাহার হৃদয় না শেল সম দুঃখে বিদ্ধ হয়? যিনি মিথ্যাকে অভ্যাসগত করিয়া অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন, যিনি মিথ্যাচরণ দ্বারা বহুবিধ পার্থিব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেও মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি তাহা অসহ্য বোধ করেন। ইহার কারণ কি? এটি সর্ব্ববাদী সম্মত যে মিথ্যা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কণ্টক স্বরূপ; মিথ্যা সর্ব্বানিষ্টের মূল। সুতরাং মিথ্যাবাদীকে লোকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে; তাহাকে কোন কার্য্যে, কোন কথায়, বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে, জগদীশ্বর আমাদের মন ঈদৃশ বৃত্তি সমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার পাপাচারেই আত্মগ্লানির উদয় হয়। অপিচ, মনুষ্য সাধারণতঃ সম্ভ্রম-প্রিয়; সম্ভ্রান্তি প্রাপ্তি লালসায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং মিথ্যাচার দ্বারা ধন ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করার গুহ্য কারণ সম্ভ্রম-লালসা, কিন্তু লোকে যখন তাহাকে সম্ভ্রম না করিয়া বরং নিন্দা করে তখন তাহার মনে নিদারুণ কষ্টের উদয় হয়। কেহ কেহ এই কষ্ট-দায়ক চিন্তাতে মিথ্যাপথ ত্যাগ করে; কেহ বা পরিবেষ্টিত চাটুকারদিগের প্রশংসা-বাদে ভুলিয়া থাকে। অপরন্ত, আত্মগ্লানি যখন ভীষণবৎ যন্ত্রণা দেয়, তখন মিথ্যাবাদী আর অসদাচরণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে উপার্জ্জন মদে মত্ত হইয়া আবার স্বীয় প্রিয়পথ অবলম্বন করে। এই রূপে মিথ্যা অপরিত্যজ্য, স্বভাব-গত হইয়া যায়। তখন অভ্যাস দোষে অসত্য ব্যবহার করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে কোন সুখ থাকে না। প্রত্যুতঃ তাহার গূঢ় জীবন নানাবিধ যন্ত্রণার আগার হইয়া উঠে।

কি প্রধান, কি নিকৃষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই মনে সম্ভ্রম-লালসা বলবতী। এই লালসাটী বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে কার্য্য করে।

কি পদস্থ, কি নির্জ্জনবাসী সকলেই সম্ভ্রমকে জীবনের একটী প্রকৃষ্ট লক্ষ্য বলিয়া কার্য্য করেন। যাঁহারা সংসারবিরাগী উদাসীন তাঁহাদের জীবনের কার্য্য-স্রোতঃ অন্য দিকে ধাবিত, তদ্ব্যতীত সংসারপরায়ণ লোক মাত্রেই সম্ভ্রম-কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে; কিন্তু কিসে প্রকৃত সম্ভ্রম উপলব্ধি হয় তাহা অল্প লোকের জ্ঞান আছে। যাহাতে মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব প্রতিপাদিত হইয়া, জন সাধারণ এবং স্বীয় আত্মা দ্বারা প্রশংসিত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সম্ভ্রম। লর্ড বেকন্ বলেন "অকপট এবং সরল ব্যবহার মনুষ্য স্বভাবের গৌরব। মিথ্যার মিশ্র, সুবর্ণ এবং রজত মুদ্রার খাদের ন্যায়, তাহাতে ধাতুর কার্য্যকারিতা অপেক্ষাকৃত উত্তম হইতে পারে কিন্তু উহাকে অধম করে।" মিথ্যা ব্যবহারে পার্থিব প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে; কিন্তু উহাতে আত্মা নীচ হয়, সুতরাং আত্ম সম্ভ্রম মিথ্যাচরণের নিকট আকাশ-কুসুম বৎ।

আমরা প্রত্যহ শত সহস্র দৃষ্টান্তে অবলোকন করিতেছি অতি অধম ব্যক্তিও বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। পর্টুগিজ দস্যু গঞ্জেলিস কুবের তুল্য ধনী হইয়াছিল; কিন্তু জন সাধারণের নিকট সে কি প্রতি-পত্তি পাইয়াছে? তাহার মনই বা কি সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? এবম্বিধ বহুবিধ দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে জগদীশ্বর ঈদৃশ ঔদাস্যতার সহিত ধন নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছেন যে, আপামর সাধারণ সকলেই চেষ্টা করিলে উহা কিয়ৎ পরিমাণে হস্তগত করিতে পারে। পরন্তু কৃপণের দৃষ্টান্ত কি নীতিপ্রদ? ধনে যদি প্রকৃততঃ সম্ভ্রমোৎপাদক কোন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা থাকিত, তবে অর্থকৃচ্ছ্র ব্যক্তিরা উহাকে গহ্বরস্থ করিয়া কখনই দিবানিশি প্রহর দিত না। উচ্চ পদাভিষিক্ত অথবা সদ্বংশজাত হইলে প্রকৃত সম্ভ্রমের কারণ হয় না। অসাধারণ ক্ষমতা নিবন্ধন যদি উচ্চপদাধিরূঢ় হওয়া যাইত, তবে উহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভ্রমপ্রদ বলা যাইতে পারিত, কিন্তু পৃথিবীতে পদ এবং সদ্গুণ প্রায়তঃ একত্র হয় না। কত শত প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী বিদ্যাশূন্য ব্যক্তিরা দিন দিন প্রধান প্রধান পদে অধিরূঢ় হইতেছে। জলবিম্বের ন্যায় কিছু কাল স্ফীতদেহ এবং বাহ্য গৌরবান্বিত হইয়া আবার স্বকীয় মার্গরূপ

জলে লীন হইতেছে। পক্ষান্তরে, সামাজিক নিয়মানুসারে সদ্বংশজ ব্যক্তিগণ বাহ্যিক সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যোগ্য পাত্র না হইলে কে না তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে?

সাহস, বাহ্যাড়ম্বর, কৃত্রিম দেশহিতৈষিতাদিতেও প্রকৃত সম্ভ্রম উপলব্ধি হয় না। সাহস এবং যুদ্ধ কৌশল যদি অবিচলিত সম্মানের দ্বার হইত, তবে দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জণ্ডার, নৃশংস মামদ, উন্মাদ কালাপাহাড় এবং রক্তপায়ী বেস্‌মার্ক পৃথিবীর কলঙ্কস্বরূপ হইত না। কৃত্রিমতার বিষয় বর্ণনা বাহুল্য।

আত্মার প্রতি সত্যাচারী না হইলে যে, প্রকৃত সম্ভ্রম উপলব্ধি হয় না, তাহা একরূপ বিবৃত হইল। সত্য ব্যবহারের প্রথম ফল, কর্ত্তব্যসাধন; দ্বিতীয়, আত্মপ্রসাদ; তৃতীয়, প্রশংসা; সুতরাং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃত সম্ভ্রমের একমাত্র প্রসূ সত্য।

আত্মার প্রতি সত্য ব্যবহার করিতে হইলে ভূয়িষ্ট জ্ঞানের আবশ্যক। কারণ, ঘটনার ঝঞ্ঝাবাতে সত্যাসত্য অনেক সময়ে এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় যে, জ্ঞানী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহার প্রভেদ করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াও সত্যবৃক্ষে আরোহণ করা যায় না; সাহস, প্রতিজ্ঞা এবং অবিচলিতচিত্ততা ইহার আর তিনটি প্রধান সোপান। যাঁহার হৃদয় অভীত, মন দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় এবং কিছুতেই দোদুল্যমান নহে, তিনিই কেবল সত্যব্যবহারী হইতে পারেন। এই সত্যের প্রিয়ানুবর্ত্তী হইলে কখন কখন পার্থিব দুঃখ, যন্ত্রণা এবং বিপদ ঘটিতে পারে; কিন্তু যিনি মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব প্রতিপাদন করিয়া এবম্বিধ ক্ষুদ্রোপসর্গ তিরোহিত করিতে সক্ষম তাঁহার ন্যায় সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নাই। তিনিই জগদীশ্বরের প্রিয়পুত্র এবং তাঁহার জীবন সার্থক। কাম, ক্রোধ, লোভাদির সহিত সততঃ যুদ্ধ করিয়া সত্যধনকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; নতুবা ইহারা কখনই তোমাকে সত্যবাদী হইতে দিবে না।

আমোদ আহ্লাদ এবং কথোপকথনে মনুষ্য স্বভাব যেরূপ প্রকাশমান হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই নহে; কার্য্যে এবং শিষ্টাচারে অনেক

সতর্কতার সহিত বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, সুতরাং তদবস্থায় প্রকৃত স্বভাব ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অপহ্নুত থাকে। কিন্তু দৈনিক জীবনে কেহই প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। ফলতঃ প্রাত্যহিক ব্যবহারে সরল এবং সত্যপ্রিয় না হইলে, ক্রমেই স্বভাব দূষণীয় হইতে থাকে; এবং পরিশেষে মহৎ কার্য্যকলাপেও কপটতার সংক্রমণ হয়। মিথ্যাচক্রীর হলাহল একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে, স্বভাবশোণিত যুগপৎ বিকৃত হইয়া যায়। অবিতথ কৌতুক, জলদ দূরপরাহত-চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি অপেক্ষা সুখদায়ক; অতএব যিনি প্রকৃত সুখাভিলাষী তাঁহার পক্ষে কলুষিত আমোদ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আছে যাহাতে মনোগত ভাব এক প্রকার থাকে অথচ চক্ষুলজ্জার বশাধীন হইয়া অন্য প্রকার ব্যক্ত করিতে হয়। যদিও ঈদৃশস্থলে ঋতবাক্ হওয়া সুকঠিন, কিন্তু নেত্রকে স্বভাবের বিজেতা হইতে দেওয়া অপেক্ষা দৌর্ব্বল্যের কার্য্য আর কিছুই নাই। ঈদৃশ স্থলে মনে করা কর্ত্তব্য যে মনুষ্যের নিকট লজ্জা আর ঈশ্বর সমীপে লজ্জা ও অধমতা, ইহার কোন্‌টি গুরুতর? ফলতঃ লজ্জা সদৃশ অধমবৃত্তির বশাধীন হইয়া আত্মকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া অতি নীচ প্রবৃত্তির কর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষে সত্যগোপন করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে সত্য গোপন করিলে দোষ নাই; বরং প্রকাশিত হইলে অপরের মনঃপীড়া কি ক্ষতি হইতে পারে, তথায় নীরব থাকা অপেক্ষা সদবলম্বনীয় মার্গ আর নাই। সংক্ষিপ্তে

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ংব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
নানৃতঞ্চ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ এষ ধর্ম্মসনাতনঃ॥"

(২) মনুষ্যের প্রতি। আত্মার প্রতি সত্যাচারী হইলে সাধারণের প্রতি সত্য ব্যবহার করা হয়; কারণ আত্মাই সর্ব্বকার্য্যের কেন্দ্র; অনুষ্ঠান মাত্রই আত্মা হইতে নিঃসৃত হয়। সকল কার্য্যে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তদ্দ্বারা কেহ প্রবঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অন্যায় রূপে উপকৃত না হয়।

তৃতীয় শীর্ষক প্রস্তাব যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

মনুষ্য প্রকৃতি এত দুর্ব্বল যে, সততঃ সতর্ক না থাকিলে জিত-প্রলোভন হওয়া সুদূরপরাহত। বিশেষতঃ, ধনী ব্যক্তিদিগের দৈনিক জীবন শত শত প্রলোভনাবিষ্ট থাকা নিবন্ধন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। ধনীরা কিঞ্চিৎ অবিবেকী কি অমনোযোগী হইলে, অসংখ্য পাপের বাগুরায় নিপতিত হয়েন। কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ বিধায় নিঃস্ব ব্যক্তিরা ষড় রিপুর সমতান প্রলোভনের অধীন নহে; কিন্তু সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা সততই ইহাদিগের সমবায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকেন। নীতি বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই এই মানসিক যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন না। যখন কোন একটি রিপু আমাদিগকে আক্রমণ করে তখন তাহাতে পরাহত করিবার জন্য ধৈর্য্য, নিস্পৃহা, ঔদাস্য, ন্যায় এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম চিন্তারূপ নিষ্কাসিত কৃপাণাবলি তাহার সম্মুখে ধারণ করা কর্ত্তব্য। ব্যগ্র হইলে কোন কার্য্যের হিতাহিত পর্য্যবেক্ষণ হয় না। যখন কোন একটি কার্য্য তোমার হস্তে নিপাতিত হয়, কিম্বা তুমি স্বয়ং করিতে ইচ্ছা কর, তখন শান্তপ্রকৃতি হইয়া তাহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। দোষাদোষ নির্ব্বাচনের প্রথম কষ্ঠি স্পৃহাশূন্যতা এবং ঔদাস্য। যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, সামান্য আমোদ জনক ব্যাপার হইতে গম্ভীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পর্য্যন্ত, অনুরাগশূন্য হইয়া তাহার ভাবীফল পরীক্ষা করিবে। প্রাগ্‌গত অনুরাগ থাকিলে অন্ধের ন্যায় তদনুবর্ত্তী হইতে হয়; কিছুরই তথ্যজ্ঞান হয় না। মন লিপ্সা-বিরহিত করিয়া ন্যায় এবং ধর্ম্মচক্ষে তাহার প্রকৃত স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। নতুবা পার্থিব সুখ সম্ভোগ এবং ইষ্ট সাধনের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিলে কর্ত্তব্য সাধন এবং ভূমানন্দ লাভ হয় না। যাহা ন্যায়ানুগত, যাহা জগদীশ্বরের নিয়ম সংগত, তাহাই আমাদিগের করণীয়। আমরা অত্যল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদি এখানেই আমাদের লয় হইত, তবে দূরদর্শনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু মৃত্যু দেহ পরিবর্ত্তন মাত্র; মৃত্যুন্তেও আমাদিগকে স্ব স্ব কৃত কার্য্যের

ফলভোগী হইয়া অনন্ত জীবন বহন করিতে হইবে। পার্থিব সুখ, সমৃদ্ধি, শোক, দুঃখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর। আমরা কর্ত্তব্য সাধন জন্য নিযুক্ত হইয়াছি; কর্ত্তব্য সাধন এবং ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অতীব বিহিত। নতুবা ব্যসনে অনুরক্ত হইলে সর্ব্বনষ্ট হইতে হয়ঃ—

" কামজেষু প্রসক্তোহি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থ ধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু।।

মনু ৮ অধ্যায়। ৪৬ শ্লোক।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুপ্ত জীবন।

(১) ধনী ব্যক্তিরা সচরাচর অযোগ্যানুরাগান্ধ হইয়া কোন কোন মূঢ়ের প্রতি অসাধারণ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের কোন গূঢ়গ্রন্থি থাকে না। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কি অন্য কোন যৎসামান্য কারণে সে নয়নগত অনুরাগাবদ্ধ হয়; ফলতঃ উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বিশুদ্ধ প্রেমের অঙ্কুর মাত্রও হয় না। এই অধম অনুরাগান্ধতা নিবন্ধন নানাবিধ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। সাধারণতঃ ঈদৃশ অধম বান্ধবগণ অতীব নীচ, নতুবা তদবস্থাগত হইয়া কোন সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তি জীবন যাপন করিতে পারে না। ইহারা ক্রীত দাসের ন্যায় "যে আজ্ঞার" অনুবর্ত্তী হইয়া নানা চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠানে ধনীর মনঃপ্রীতি উৎপাদন করে। ধনীও তৎ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিবেচনা করেন ইনিই আমার পরম বন্ধু। কালে এই অমায়িক ভাব হৃদয়ে উত্তম রূপে পর্য্যবসিত হইলে, স্নেহ পাত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তখন সে, ধনীর মনোরাজ্যে অদ্বিতীয় শাসন প্রচার

করিতে থাকে। স্বীয় নীচস্বভাবসুলভ নানাবিধ অসদনুষ্ঠানে ক্রমে ধনীকে পাপ পঙ্কে লিপ্ত করিয়া, তাহাকে নরাধমাপেক্ষা অধম করিয়া তুলে। ধনী ব্যক্তিরা এই সকল কপট-প্রণয়ীর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে বিচরণ করিবেন। ইহাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া আমোদাহ্লাদ করিলে ক্রমেই প্রলোভন বাগুরায় নিপতিত হইতে হয়।

মনুষ্য জীবনে বিবিধ শোক দুঃখাত্মক ঘটনা উপস্থিত হয়। কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন বা মানসিক যন্ত্রণা মনুষ্য মাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য গূঢ় মানসিক ভাব ব্যক্ত করার সুযোগ্য পাত্র না থাকিলে, জীবন অতীব ভারাবহ হইয়া উঠে। বন্ধু ব্যতীত পৃথিবী জঙ্গলাকীর্ণবৎ। বস্তুতঃ মানসিক ভাব অকপট হৃদয়ে ব্যক্ত জন্য প্রকৃততঃ অনুভব করিবার ব্যক্তি নিকটে না থাকিলে জীবনাপেক্ষা ক্লেশদ আর কিছুই বোধ হয় না। সুতরাং ধনীব্যক্তিদিগের পক্ষে বন্ধু নির্ব্বাচন অতীব কর্ত্তব্য। যাহাকে শঙ্কটাবহ দুর্নিমিত্ত বলিলে, সে গোপন ভাবে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করে, যে বিপদে সৎপরামর্শ প্রদান, সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা উন্নতি সাধন এবং বিশ্বাস ধারণ করিতে সক্ষম তাহাকেই প্রণয়জালে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ঈদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে ধনী ব্যক্তিরা অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারেন; অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন এবং অদ্বিতীয় মানসিক সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হন।

(২) যেমন অস্বাস্থ্যকর-বায়ুপ্রধান স্থানে বিচরণ করিলে শরীর রোগাক্রান্ত হয়, যেমন সংক্রামক-রোগাভিভূত ব্যক্তির নিকট থাকিলে সেই রোগ অচিরাৎ শরীরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কুচরিত্র এবং ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গে চরিত্র নিশ্চিত দূষিত হয়। সততঃ তাহাদিগের সঙ্গে বাস, আমোদ প্রমোদ এবং কথোপকথনে প্রকৃতি ক্রমেই লঘু হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাহারা ধনীকে পাপপঙ্কজাংশুমালী করিয়া তুলে। ধনী ব্যক্তিরা ঈদৃশ নরাধম ব্যক্তিদিগের সংসর্গে মদ্য এবং অভিসারাদির বশাধীন হইয়া কেবল অর্থ, যশঃ, মান, ধর্ম্ম এবং

মনুষ্যত্বাদি সমস্ত গৌরবের বিষয়ে বঞ্চিত হন। ইহারা ধনের পাণ্ডা; ধনহীন হইলে আর রিক্তহস্ত অভিমানীর নিকট আইসে না বরং তাঁহার দুরবস্থার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে। অতএব ধনীদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ঈদৃশ অমানুষ কার্য্যকলাপ এবং ঈদৃশ কপট প্রণয়ীর সংসর্গ পরিহার পূর্ব্বক সদ্ব্যক্তির সঙ্গম সদামোদ, বিদ্যাচর্চ্চা এবং শাস্ত্রানুশীলনে জীবন যাপন করেন। অনেকে বিবেচনা করেন এই সমস্ত শুষ্ক, অরসিক ব্যাপার মাত্র; কিন্তু এটি তাঁহাদিগের বৃহত্তম ভ্রান্তি। যিনি সদনুষ্ঠানে কাল যাপন করেন তাঁহার ন্যায় সুখী আর কে? তাঁহার মন সর্ব্বদাই সুস্থ এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, কলুষাঙ্কিত আমোদ কেবল অনুষ্ঠানকালেই চিত্তরঞ্জক। পরক্ষণেই বিলীন হইয়া মন বৈরিক্ত ও শূন্যতাতে পরিপূর্ণ করে।

(৩) সময়ের পরিমাণ বোধ হইলে ব্যর্থকার্য্যে মন ধাবিত হয় না। জগদীশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদিগকে যে অতি অল্প সময় প্রদান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শয়ন, উপবেশন, ভদ্রতা, উপরোধ রক্ষা, স্বভাবের আবশ্যক মোচনাদি অপরিত্যজ্য ব্যাপারে অতিবাহিত হয়। তদ্বাদে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তন্মধ্যে জীবনের সমস্ত গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। বিশেষতঃ সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ সময় প্রজারঞ্জন, অর্থব্যবহার এবং বৈষয়িক উন্নতিতে যাপন করা আবশ্যক; নতুবা অচিরাৎ পদস্খলিত হইতে হয়। অবশিষ্ট যে সময় থাকে তাহা এত অল্প যে সতর্ক হইয়া সদ্ব্যবহার ব্যতীত তাহার সুফল ভোগ করা যায় না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন। অপরাপর ব্যক্তিরা আত্মোৎকর্ষ বিধানের অনেক সময় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ধনীদিগের তাহা বিরল। সুতরাং যে সময়াংশ তাঁহারা প্রাপ্ত হন তাহার সদ্ব্যয় করা অতীব কর্ত্তব্য। আলস্য পরতন্ত্রতা নিবন্ধন ধনীরা সাধারণতঃ সময় ভারাবহ বিবেচনা করেন এবং কার্য্যশূন্যতা জনিত মানসিক কষ্ট অপনয়নার্থ বিবিধ মিথ্যানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সময়ে সময়ে ভূত এবং ভবিষ্যদালোচনা

করেন তবে ঈদৃশ ভ্রান্তিকূপে নিপতিত হইতে হয় না। জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহার কতদূর সম্পন্ন হইল, কতই বা অবশিষ্ট থাকিল এই সকল সমালোচনা করিলে সময়ের পরিমাণ বোধ হয়। তখন আর কার্য্যশূন্যতা ভ্রান্তি থাকে না; বরং সময় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া প্রতীতি হয়। অপিচ, ঈদৃশ সমালোচনায় জীবনের উন্নতি সাধন হয়। কৃতকার্য্য গর্হিত বলিয়া বিবেচনা হইলে তাহাতে মন আর ধাবিত হয় না; যদি ধর্ম্মসঙ্গত এবং হিতকর বোধ হয় তবে তাহার প্রতি সহস্রগুণ অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

(৪) সাংসারিক কৃতকার্য্যের প্রধান উপায় দূরদর্শন। দূরদর্শিতা ভিন্ন কিছুরই পরিমাণ জ্ঞান হয় না। কিরূপ কার্য্যের কি ফল, কোন্ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বনীয়, সংসারের সাধারণ ব্যবহার কিরূপ, এই সকল অতি কঠিন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে পৃথিবীতে বালকের ন্যায় বিচরণ করিতে হয়। অবিমৃষ্যকারী যুবাগণ ঈদৃশ জ্ঞান-শূন্যতা নিবন্ধন উষ্ণরক্তের বেগাধীন হইয়া পশ্চাৎ বিবিধ পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দূর-দর্শিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভূমণ্ডলে আর নাই; সহস্র ক্ষতিতেও যদি ইহার কিঞ্চিৎ অর্জ্জিত হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস পাঠ, মনুষ্য স্বভাব এবং ঘটনা পর্য্যালোচনা, এই জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান উপায়। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। সাবধান হইয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে; কাহার কি স্বভাব, তাহা আলাপ ব্যবহার ভাবভঙ্গি এবং আমোদ প্রমোদে উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়; সুতরাং স্বভাব পরীক্ষার জন্য সকলের সহিত সর্ব্বদা আলাপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কার্য্যপ্রণালী দ্বারাও অনেক জ্ঞাত হওয়া যায়; তজ্জন্য কে কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করিতেছে, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অনুসন্ধিৎসা ভিন্ন দূরদর্শন লাভ হয় না। এই অমূল্য জ্ঞান না থাকিলে পদে পদে প্রতারিত হইয়া ক্রীড়ার কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত লোকের স্বভাব অতি দুর্গম্য; ইহারা দৃশ্যতঃ পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া পরিশেষে অনিষ্ট করিতে প্রবর্ত্ত হয়।

সাবধান্! ইহাদিগের মায়াজালে যেন নিপতিত হইতে না হয়! ইতিহাস পাঠে অবস্থাঘটিত দূরদর্শিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; পার্থিব প্রধান প্রধান লোক, কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া কি রূপ কার্য্য করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহার কি ফলোৎপত্তি হইয়াছে, এই সকল বিষয় ইতিহাসে উত্তমরূপে বিবৃত আছে। ঐতিহাসিক জ্ঞান লব্ধ থাকিলে অনেক কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া সদসৎ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র পুস্তকগত জ্ঞান দ্বারা দূরদর্শিতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; দৈনিক পার্থিব ঘটনাবলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(৫) বালকের ন্যায় চঞ্চলমতি হইলে কার্য্যক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সাংসারিক ঘটনাবলি এত অসামঞ্জস্য, এত দুর্দম্য যে, ঐকমত্য ভিন্ন নিরাপদে অবস্থিতি করা অসম্ভব। অতএব সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, কি হইবামাত্র মত স্থির করা নিতান্ত বৈধ। অদ্য এক প্রকার, কল্য আর এক প্রকার কার্য্য করিলে মানসিক দৌর্ব্বল্যের একশেষ প্রকাশিত হয়। ন্যায়, ধর্ম্ম এবং অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সমভাবে সর্ব্বকার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য; হঠাৎ কিছুতে মোহিত, কি বিচলিত হওয়া গর্হিত। লোকে যদি তোমাকে দুর্ব্বলাত্মা বলিয়া জানে, তবে অনায়াসেই তোমাকে প্রতারিত করিয়া ইষ্ট সাধন করিতে পারে। যিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, মনোযোগের সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ না করিলে সকল বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় না; কিন্তু সকলের বাক্যে প্রত্যুত্তর কি অভিমত ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। যদি উত্তর দিবার উপযুক্ত হয় তৎক্ষণাৎ সেই কথার শেষ করা কর্ত্তব্য; নতুবা কোন রূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া মনে ধারণ করিতে হইবে। কোন প্রকারে মানসিক ভাব অসময়ে ব্যক্ত হইলে, লোকে অনায়াসেই প্রতারণা করিতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য্য বিশেষে কারণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্যের কারণ গুহ্যতা নিবন্ধন নিন্দনীয় হইবার সম্ভব, অথবা অবস্থাবিশেষে, অপরপক্ষ আমাদিগকে বুঝিতে না পারায় ক্ষতি হইবার সম্ভব, তাহারই কারণ

উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে হইবে। সর্ব্বকার্য্যের কারণ বিবৃত হইলে অনেক স্থলে বিফল-মনোরথ হইতে হয়।

(৬) অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি অহঙ্কারের বশাধীন হইয়া লোকের সহিত সদালাপ করেন না; বরং কখন কখন তাচ্ছিল্য করিয়াও থাকেন। ইহা নিতান্ত অবৈধ। যিনি যাদৃশ ব্যক্তি হউন, অভ্যাগতের যথোচিত সৎকার না করা অতীব দূষণীয়। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আগত হইলে, মর্য্যাদানুসারে তাহার সহিত সদালাপ, শিষ্টাচার এবং ভদ্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, স্বীয় অধীন বর্গের প্রতিও রূঢ় ব্যবহার বিহিত নহে। বাক্য মধুরতার ঈদৃশী মোহিনী শক্তি যে, ভূয়িষ্ঠ রজত কাঞ্চন দ্বারা যাহাকে বশীভূত করা কঠিন, সেও সুমধুর বাক্য দ্বারা চিরবাধিত থাকে। অপিচ, অধীনের প্রতি সতত কর্কশ ব্যবহার করিলে, তাহার প্রভুভক্তির হ্রাস হয়; সুতরাং তদ্দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজ-কার্য্য।

১ম পরিচ্ছেদ—প্রজাপালন।

প্রাগুক্ত প্রস্তাবাবলিতে আত্মোৎকর্ষ বিধায়ক নানাবিধ উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে। এক্ষণ রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাবলির প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিস্থ বহুবিধ মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব রাখিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন এবং অভাব মোচন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। স্বকীয় মানসিক বৃত্তি পরম্পরা সুশাসিত না হইলে, ঈদৃশ গুরুতর ভার কখন ধারণ করা যায় না; সুতরাং শাসন পরায়ণ ব্যক্তিরা যেন রাজকার্য্য সম্পাদন কালে অতীব সাবধানের সহিত দোষাদোষ নির্দেশ করেন।

অস্মদ্দেশীয় অশিক্ষিত ভূম্যধিকারীরা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করিতেছেন; সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা তাঁহারা প্রকৃততঃ শ্রেষ্ঠ অথবা দেবতুল্য। অধিকার বৃদ্ধি এবং দোহন দ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া সুখসম্ভোগ করাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শোচনীয় ভ্রান্তিকূপে পতিত হইয়া দিন দিন তাঁহারা বিগতশ্রী হইতেছেন; দেশেরও দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। ঘটনার কুচক্রে আমাদিগের মাতৃভূমি বহুকাল যাবৎ অধীনতার দৃঢ়ার্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা ক্ষমতার উৎপত্তি এবং নিবৃত্তির প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া শূন্যগর্ভ অধিকারিত্বের গৌরব করিয়া বেড়াই। কিন্তু তাদৃশ প্রভুত্বের উৎপত্তি পর্য্যালোচনা করি না। সমাজের মূলসূত্র আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে রাজা মনুষ্যকৃত। যখন স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা বিষপ্রদ হইয়া উঠিল, তখন স্ব স্ব সম্পত্তি, জীবন এবং সম্ভ্রম নিষ্কণ্টকে রক্ষার মানসে সকলে সমবেত হইয়া স্বশ্রেণীস্থ প্রাড়্বিবাকোপযোগী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজ-পদারূঢ় করতঃ তাঁহাকে পদমর্য্যাদার উপযোগী সমৃদ্ধি প্রদান করিল। ভূম্যধিকারের মূল কারণ এইরূপ। এক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে রাজা প্রজাত্মক; প্রকৃতি পুঞ্জের হিতসাধন তাঁহাদিগের পদের মুখ্য-কর্ত্তব্য। যদিও আমরা অধীন; কিন্তু রাজকীয় নীতি শিক্ষা উদ্দেশে সম্রাট্ লুই নেপোলিয়ানের পতনের কারণ পাঠ করা আমাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। রাজা যখন প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহাদিগের প্রতি ঔদাস্য বা অন্যায়াচরণ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এবং দেশের অমঙ্গল-ব্যঞ্জক। যেমন স্বাস্থ্য নিষ্পাদনার্থ শারীরিক ক্রিয়া, তদ্রূপ দেশের মঙ্গল বিধানার্থ প্রজা। প্রজার অবস্থা ভেদে দেশ স্বাধীন, অধীন, সুখী এবং নিঃস্ব হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে তাহাদিগের দৈনিক আহার, ব্যবহার, শয়ন উপবেশন পর্য্যবেক্ষণ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ের মনেও দয়ার সঞ্চার হয়। তাহাদিগের ঈদৃশ দুরবস্থা কেন হইল পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পুরাকালে এই আর্য্যভূমিতে বিদ্যানুশীলনের অধিক প্রকর্ষতা ছিল বটে;

কিন্তু দ্বিজাতি ভিন্ন কেহই সেই আধ্যাত্মিক সুখভোগের অধিকারী ছিল না। হলকর্ষক শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণ মনুষ্যাপেক্ষা অধিক নিম্ন-শ্রেণীস্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইত। যিনি মনুসংহিতা একবার পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার দৃঢ় প্রমাণ পাইবেন। যাহারা দেশের গৌরব, দেশের সুখ সমৃদ্ধির নৈসর্গিক উপায়, তাহাদিগকে বিশাল ভ্রান্তিকূপে নিপাতিত করিয়া আর্য্যজাতি সুখে কালযাপন করিতেন। কিন্তু ঈদৃশ শোচনীয় ব্যাপার কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা নির্দ্ধারিত করা অসাধ্য।

ব্রাহ্মণের পদসেবা এবং হলকর্ষণ ইহাদিগের জীবনের সার উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত; সুতরাং ইহারা কালক্রমে সেবক এবং কৃষক হইয়া উঠিল। তখন দেশের ধন দেশেই থাকিত বলিয়া ইহা-দিগের সাংসারিক কষ্ট ছিল না। রাজারাও অস্বাভাবিক সভ্যতা-সুলভ আবশ্যক এবং সুখের বশাধীন না থাকায়, অত্যল্প পরিমাণে কর গ্রহণ করিতেন; তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মনুতে আছে, যথা :—

" যথাল্পাল্প মদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎ সষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্টাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥"
৭অ। ১২৯ শ্লোক।

অর্থাৎ "প্রজাদিগের মূলধনের ব্যাঘাত না করিয়া, যেমন জলৌকা রুধির, বৎস দুগ্ধ এবং ষট্পদ মধুপান করে, তদ্রূপ, রাজা প্রজার নিকট হইতে অল্পে অল্পে বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ করিবেন," তৎকালের অনেক রাজা প্রজাবৎসল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাদিগের ধন সম্পত্তি এবং শরীর রক্ষা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা করিতেন না। দেশের প্রকৃত মঙ্গলোৎ-পাদক কৃষিকার্য্যের উন্নতি, এবং বাণিজ্য চর্চ্চা তাঁহাদিগের মানস পথে বড় একটা পতিত হইত না। পরে মুসলমানদিগের অত্যাচারে সমাজ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। এবম্প্রকার কার্য্য প্রভাবে ভারতভূমির উন্নতিস্রোতঃ ক্রমে শিথিল হইয়া সঙ্কীর্ণ কূপাবদ্ধের ন্যায় বহুকাল অবস্থিতি করিতেছিল, এমন সময়ে বিদেশীয় বিজেতৃগণ আগত হই-

লেন। তাঁহাদিগের আগমনের সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ বিরোধীয় ঘটনার মধ্যে অসুস্থ সভ্যতা এবং অপরিমিত বৈজাত্য বাণিজ্য স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া দেশ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণ অর্থ * ঈদৃশ মূল্যবান হইয়াছে যে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে তাহা দুর্লভ। দেশের সমগ্র দ্রব্য বাণিজ্য স্রোতে বহির্গত হইয়া গিয়া তদ্বিনিময়ে আমরা অসামঞ্জস্য সভ্যতার আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত পাইতেছি; তাহাতে দেশের কিছুই উন্নতি হইতেছে না বরং ক্রমেই ধন শোষিত হইয়া যাইতেছে। এই বিষম দুরবস্থা দূরীকৃত করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ভূম্যধিকারীগণ মনোযোগী না হইলে সফলযত্ন হওয়ার কোন উপায় নাই। ইঁহারা প্রজার একমাত্র উপায়; এবং দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনেরও প্রধান আধার। অনেক জমিদারের কুসংস্কার আছে যে, প্রজাপীড়ন করিয়া অধিকার এবং কোষ বৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা কিছু-মাত্র দূরদর্শন করেন না। বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য জাতীয়ধনের প্রকৃষ্ট পন্থা; কিন্তু এতদুভয় জন সাধারণের উদ্যম ভিন্ন কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এক ব্যক্তি বাণিজ্য করিলে ধন বৃদ্ধি হয় না, বর্ত্তমান নিকৃষ্ট প্রণালী সংশোধিত না হইলেও কৃষিকার্য্য বিশেষ লভ্যোৎপাদক হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য বিষয়ক বিবিধ উৎকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া নিজব্যয়ে সাধারণ জনগণকে তাহাতে লিপ্ত করেন। এই উপায় দ্বারা নিয়োগী এবং নিযুক্ত উভয়েরই লভ্য উৎপাদিত হইতে পারে। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ কিছুকাল ঈদৃশ কার্য্য উৎসাহের সহিত করিলে, তখন আর প্রজাপুঞ্জের জন্য তাঁহাদিগের কষ্ট পাইতে হইবে না; তাহারা আপ-নারাই অধিকতর ব্যগ্রতার সহিত বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যে রত হইয়া, স্বকীয় সুখ এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিবে। অনেক ভূম্যধিকারী, বোধ হয়, দর্শন করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ যে সকল প্রজারা নিঃস্ব

* অর্থ শব্দের অর্থ মুদ্রা নহে। যে সকল শ্রমোৎপাদিত বস্তু মনুষ্যের আবশ্যক তাহাকেই অর্থ কহা যায়।

তাহারাই কর প্রদানে শিথিল। যদি প্রজার অভাব না থাকে, তবে অনায়াসেই কর সংগ্রহ হয়। দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ স্ব স্ব আর্থিক হিতের জন্য ভূম্যধিকারীগণের প্রাগুক্ত পন্থাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণ প্রজারা কেবল মাত্র কর প্রদান করে, বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে তদ্দ্বারা নানাবিধ উপায়ে ধন সঞ্চিত হইবে।

সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতি ভেদে দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। যে দেশের জন সাধারণ যেরূপ উন্নত সে দেশের নৈসর্গিক বলও তদনুসারে দৃঢ়তর। সুতরাং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের অমানুষ মূর্খতা অপনয়ন করা অতীব প্রয়োজনীয়; কিন্তু বর্ত্তমানাবস্থায় তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের সাধারণতঃ ঈদৃশ দুরবস্থা যে তাহাদিগের সামান্য দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া অতীব দুরূহ। অর্থব্যয় করিয়া সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবিত নহে; অন্যে সাহায্য করিলেও তাহা তাহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। তাহারা মনে করে, বালকগণ যাবৎ লেখা পড়া করিবে তাবৎ গোরক্ষা অথবা হলকর্ষণোপযোগী কোন কার্য্য করিলে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে। ধনাভাবে এদেশের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে! বস্তুতঃ দারিদ্র্য দোষ বলবান থাকিলে, কোন কার্য্যেই উৎসাহ থাকেনা। যাবৎ এই বিষপ্রদ দরিদ্রতা অপনীত না হইবে তাবৎ কৃষকের প্রকৃত উন্নতি হইবার কোন সম্ভব নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা আমি দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে নিরুৎসাহিত করিতেছিনা। আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি না হইলেও জন সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যত্ন রাখা কর্ত্তব্য; কারণ কথিত আছে, ধূলি অপেক্ষা ক্ষার অধিকতর উৎপাদনশালী।

উৎপন্ন-দ্রব্যজাত অস্বাভাবিক রূপে দেশ বহির্গত হইয়া তৎপ্রযুক্ত মুদ্রার মূল্য অসম্ভব হ্রাস হওয়া, কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান হীনাবস্থা, বাণিজ্যাভাব এবং অশিক্ষা প্রভৃতি কৃষকের দরিদ্রতার যেমন কারণ, তেমনি তদপেক্ষা গূঢ়তর একটী আভ্যন্তরিক কারণ আছে। এই

কারণ, প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে বর্ত্তমান অসদ্ভাব। আবহমান কাল হইতে অস্মদ্দেশে একটী সংস্কার ছিল যে, প্রজার সুখ সংবর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করা রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য; যিনি এই উদ্দেশ্য সংসাধনে অমনোযোগী হইতেন, তিনি পাপী রাজা বলিয়া বাচ্য হইতেন। প্রজা-রঞ্জন করা রাজাদিগের এতাধিক গুরুতর কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, রামচন্দ্র প্রজার জন্য স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রীকেও ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তখন দেশের মঙ্গল জন্য রাজারা সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণ সে সব কিছুই নাই। বরং প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর মধ্যে বিষম মনোভেদের সঞ্চার হইয়াছে।

যে গৃহে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী নির্ব্বিবাদে বাস করে সে গৃহ স্বর্গতুল্য সুখের স্থান—সে গৃহে পরস্পরের মঙ্গলেচ্ছা ও পরস্পরের প্রতি স্নেহ থাকায়, কষ্টের নাম মাত্র থাকে না, বস্তুতঃ একতাগুণে কেহ সেই পরিবারের অমঙ্গল সাধনে সফলযত্ন হইতে পারে না, হইলেও তাহা বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। ভূম্যধিকারী ও প্রজা এক পরিবার বলিলে অযোগ্য উক্তি হয় না। প্রজার ধন, সম্পত্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিরুদ্বেগে রক্ষার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী প্রথমে নিযুক্ত হয়েন; নতুবা ভূমিতে অপরাপেক্ষা তাঁহার গূঢ়তর স্বত্ব নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত বাসস্থান, জীবিকার জন্য কৃষিকার্য্যের স্থান ইত্যাদিতে স্বাভাবিক অধিকারী—এ অধিকারটী ঈশ্বর দত্ত। কিন্তু মনুষ্য সামাজিক জীব, অথচ কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন জীব; সুতরাং কেহ বলপূর্ব্বক কাহাকে স্বাভাবিক স্বত্ব হইতে, শ্রমার্জ্জিত বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে এই জন্য সকলে সমবেত হইয়া এক জনকে প্রধানত্ব পদে নিযুক্ত করায় তিনিই ভূম্যধিকারী নামে পরি-চিত। তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম নিবারণ, সম্পত্তি রক্ষা, সুবিচার ও সর্ব্বতোভাবে হিত-সাধন। এই গুরুতর কার্য্যভার যাহার উপর ন্যস্ত তাহাকে জীবনোপায়ের স্বরূপ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম রাজকর। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজকর আদৌ আর কিছুই নহে; প্রজার মঙ্গল সাধন না করিলে তাহাতে

তোমার ন্যায়সংগত অধিকার নাই। তবে তুমি এক্ষণ দৌরাত্ম্য করিলে করিতে পার; এক্ষণ তোমার সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা অতিরিক্ত। কিন্তু মনে কর যাহাদিগের দ্বারা তোমার এই পদ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের উপর অত্যাচার করা ন্যায় সঙ্গত না ধর্ম্ম সঙ্গত? আর তাহা করিয়াই বা তুমি কত দিন নিঃশঙ্ক থাকিবে? এমন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন এই অত্যাচারের জন্য তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে।

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি রাজা প্রজায় যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহার অনেকটা পূর্ব্বকালে এদেশে ছিল। তখন লোকেরও সুখ ছিল। রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করিলে, তখন প্রজাগণ সমবেত হইয়া রাজার দণ্ডবিধান করিত, সুতরাং রাজা ভয়ে ভয়ে প্রজাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, প্রজারও তদ্ধেতু রাজাকে দেবতুল্য শ্রদ্ধা করিত, বিপদের সময়ে প্রাণপণে তাঁহাকে সাহায্য করিত, সম্পদের সময় তাহারা তাহার ভোগী হইত। কিন্তু যে অবধি আমরা পরাধীন হইয়াছি, সেই অবধি এই প্রিয় সম্পর্কটী তিরোহিত হইয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া রাজা প্রজা সকলকেই অধীনতায় আবদ্ধ করিল। তাহারা প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নেত্রপাত না করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ অতিরিক্ত কর গ্রহণ করিতে লাগিল ও ভূম্যধিকারীদিগকে কর আদায়ের ঠিকাদার তুল্য করিল। সম্রাট্ ভূম্যধিকারীদিগের উপর অতিরিক্ত করভার ন্যস্ত করিয়া অত্যাচার করিতেন, ভূম্যধিকারীগণও অগত্যা প্রজাপীড়ন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তাহাতেও এ দেশের তাদৃশ অনিষ্ট হইয়াছিল না; কারণ, প্রথমতঃ, মুসলমানগণ রাজস্ব শাস্ত্রে তাদৃশ দক্ষ না থাকায় ভূমির পরিমাণ ঠিক ছিল না; প্রজাগন হাজার উচ্চ হারে খাজনা দিলেও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত না; তাহারা স্বীয় জমার অতিরিক্ত ভূমি অনায়াসে গোপন ভাবে ভোগ দখল করিত, জমিদার তাহা জানিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সে কালে জমিদারগন প্রজাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন; দেওয়ানী ফৌজদারী সকলই জমিদারের হাতে ছিল। প্রজায় প্রজায় বিবাদ হইলে জমিদার স্বয়ং

অথবা পঞ্চাইত দ্বারা তাহা ভঞ্জন করিয়া দিতেন, সুতরাং জমিদারের উপর প্রজার অনেক নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল। তৃতীয়তঃ, মুসলমান শাসনকর্ত্তারা যতই দৌরাত্ম্য করুন না কেন, তাহাদিগের অত্যাচার আসুরিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আসুরিক অত্যাচারে মনুষ্য যত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ না হয়, কৌশল দ্বারা ততোধিক হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সবলে মুসলমান করিলে দেশের যত অমঙ্গল না হয়, একটী কুটিল আইন দ্বারা তাহা হয়; মুসলমানগণ ঈদৃশ বিষময় আইন প্রকটনে নিতান্ত অপটু ছিল। সেই রক্ষা, নতুবা ছয় শত বৎসরে আমরা বিলীন হইয়া যাইতাম। চতুর্থতঃ, তখন দেশের ধন দেশেই থাকিত—ভারতের ঐশ্বর্য্য ভারতবাসিদিগের জঠরানল জুড়াইত।

তৎপরে ইংরাজ রাজ্যের অধীন হওয়াবধি প্রজা ও ভূম্যধিকারীর প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নানা কারণে ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া এক্ষণ উভয়ের মধ্যে ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইয়াছে। কিসে কর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিসে বাকী রাজস্বের জন্য প্রজাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া যাইতে পারে এই রূপ বিধি সকল রাজপুরুষেরা ভূম্যধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন; কিসে কর হ্রাস হইতে পারে, কিসে ভূম্যধিকারিদিগকে বঞ্চনা করা যাইতে পারে তাহা প্রজাকে শিক্ষা দিয়াছেন; সুতরাং ভাবী ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সুবিধা পাইলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাহাতে লাভের মধ্যে উভয়েরই নির্জ্জীব হওয়া।

ভূম্যধিকারীগণ যাহাই বিবেচনা করুন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট করের ঠিকাদার মাত্র। গবর্ণমেণ্ট স্বীয় ইষ্ট সাধন জন্য বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশে করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। অনেকে বলেন তাহাতে জমিদার ও প্রজার মঙ্গলই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া নানাবিধ বিধি দ্বারা নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উৎকৃষ্ট ও অব্যর্থ উপায় নির্দ্ধারিত করিলেন। প্রজা পালন ও দেশের

উন্নতি একবারে জমিদারের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। যদি ঘটনা স্রোত সেখানেই থামিত তবে অনেকটা ভাল ছিল; কিন্তু তৎপরে গবর্ণমেণ্ট বিবিধ বৈজাত্যভাবপূর্ণ অনুপযোগী আইন দ্বারা ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে বিষম মনোবাদের বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণ বিষ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে—ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের ন্যায় বৎসর বৎসর ভূমির উৎপন্নানুসারে রাজকর নির্দ্ধারিত করিতেন। ইংরাজগণ এদেশে তখন নবাগত; দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই জানিতেন না, বুঝিতেনও না, সুতরাং তাঁহাদিগের নির্দ্ধারিত রাজস্ব বৎসর বৎসর ক্রমেই বৃদ্ধি হইত। জমিদারগণ বর্দ্ধিত করে প্রপীড়িত হইয়া রাজস্ব আদায়ে পরাঙ্মুখ হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট মহাল খাস করিয়া লইতেন অথবা ইজারা দিতেন। ইহাতে জমিদারগণের স্থায়িত্ব পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় জমিদারগণ প্রবৃদ্ধ করের জন্য প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন; এইরূপে তৎকালে গবর্ণমেণ্টের অনবধানতায় সমগ্র সমাজ বিলোড়িত ও বিশৃঙ্খল হইয়াছিল।

পরে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু জমিদারগণ করভারে নিতান্ত পীড়িত হইলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে করাধিক্য ছিল; কিন্তু তৎকালে রাজস্ব আদায়ের কঠোর বিধি না থাকায় জমিদারগণের অনেক সুবিধা ছিল। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এমন আইন করিলেন যাহাতে রাজকর অবধারিত সময়ে আদায় না করিলে অবশ্যই জমিদারী বিক্রয় হইবে; কিন্ত জমিদার প্রজার নিকট কিরূপে কর আদায় করিবেন তাহার কোন বিধি করিলেন না। আবার তৎ-সময়ের প্রজাদিগকে তখনকার প্রচলিত করে স্থায়ী পাট্টা দিতে ভূম্য-ধিকারী বাধ্য হইলেন। নিজে রাজকরাধিক্য হেতু শ্বসগত প্রাণ, কিন্তু প্রজার নিকট কর আদায় করা কঠিন, বৃদ্ধি করা ত একরূপ অসম্ভব; এই ভয়ানক ব্যাপারে প্রায় জমিদারের জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেল। যাঁহারা থাকিলেন তাঁহারা ঋণগ্রস্ত ও নির্জীব হইয়া পড়িলেন। নবাগত

জমিদারগণ ধনী; তাঁহারা রাজকরাধিক্য দেখিয়া প্রজার কর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অবশিষ্ট পুরাতন ভূম্যধিকারিগণও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সেই পথানুসরণ করিলেন—না করিয়াই বা করেন কি? সেই অবধি প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর সম্মুখ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট, ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয় করণার্থ বিবিধ আইন পাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের কলহ ভঞ্জন হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন ভীষণ রূপে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জমীদারের কর বৃদ্ধির ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল, প্রজার প্রবঞ্চনার ইচ্ছা বাড়িতে লাগিল। নব্য ভূম্যধিকারি! আমি সংক্ষেপে তোমাকে ভূম্যধিকারী ও প্রজার কলহের ইতিবৃত্ত বলিলাম। তোমার আর অধিক জানিবার আবশ্যক কি?

এইক্ষণকার অবস্থা এই হইয়াছে; জমিদারের পিপাসার নিবৃত্তি নাই। যত কর বৃদ্ধি করিতেছেন, ততই ধনলোভ বাড়িতেছে। কেবল "দেও দেও" ভিন্ন তাঁহার মুখে দ্বিতীয় রব নাই। প্রজা, জমিদারকে ফাঁকি দিবার জন্য শত শত উপায় অবলম্বন করিতেছে; আইন বায়ু-রূপে এই গৃহদাহ বৃদ্ধি করিতেছে।

নব্য ভূম্যধিকারী! তুমি মনে করিতে পার যে তুমি ধনী, প্রজা দরিদ্র; তুমি ব্যাঘ্র, প্রজা শৃগাল। সে যতই কেন চেষ্টা করুক তুমি অবশ্যই তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া কর বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তাহাতে তোমার লাভ হইবে, ধনবৃদ্ধি হইবে; প্রজা পীড়িত হইল তাহাতে তোমার ক্ষতি কি?—তোমার সুখ সম্ভোগ, বাবুগিরী, দান ধর্ম্মের তাহাতে কি অনিষ্ট হইবে? ভাল, আইস আমরা তাহারই বিচার করি।

আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি প্রজাপালনের বেতনের স্বরূপ রাজকর। রাজকরে তোমার তদ্ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব নাই। প্রজাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবা এই জন্য তুমি কর পাইতেছ। তাহা যদি তুমি না কর তবে করে তোমার অধিকার কি? দেখ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়, প্রজাপালন করিতে গবর্ণমেণ্ট তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া

দিয়াছেন। যদি তুমি এই সকল বিস্মৃত হইয়া প্রজার হিত সাধন না করিয়া বরং অনিষ্ট কর তবে তুমি খাজানা পাইবার কে? এই পৃথিবীতে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, দরিদ্র খোদাবক্সও জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। মৃত্তিকাতে তোমার যেমন নৈসর্গিক অধিকার, খোদাবক্সেরও সেই-রূপ। তোমার যেমন পরিবার আছে, খোদাবক্সেরও তদ্রূপ আছে; তোমার যেমন সুখেচ্ছা, খোদাবক্সেরও তদ্রূপ। তবে খোদাবক্সের উপকার না করিলে কিজন্য সে তোমাকে প্রত্যুপকার করিতে—খাজানা দিতে—বাধ্য হইবে? তুমি খোদাবক্সের সম্পত্তি রক্ষা করিবে, তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, তাহার দুঃখ মোচন করিবে এই জন্য সে তোমাকে কর দিতে বাধ্য; এটী সামাজিক নিয়ম; সমাজরক্ষার জন্য মনুষ্যকৃত নিয়ম। নতুবা জগদীশ্বর তোমাকে রাজা, তাহাকে প্রজা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তুমি ধর্ম্মতঃ তাহাকে পালন করিতে বাধ্য। খোদাবক্স মরুক্, তুমি ধনে কুবের হও, এটি অত্যাচার, ঘোর স্বার্থ-পরতা ভিন্ন আর কি? দেখ, তোমার অদৃষ্ট কেমন সুপ্রসন্ন! সহস্র সহস্র লোকে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে—যাহাকে অত্যাচার করিয়া টাকা লইয়া তুমি ধন বৃদ্ধি করিতেছ, দেখ, সে একটাকার জন্য জঠরানলে দগ্ধ হইতেছে—চিরকাল মূর্খ হইয়া পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে; পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে পারিতেছে না, কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছে না, বৃদ্ধ পিতামাতা সম্মুখে কষ্ট পাইতেছে; কিন্তু তথাপি পরিশ্রমের ত্রুটি নাই। খাটিতে খাটিতে তাহাদিগের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে, শরীর অবসন্ন হইতেছে, সপরিবারে একতানে দুরূহ শ্রম করিতেছে, তথাপি গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট। কিন্তু তুমি পরম সুখে দিন যাপন করিতেছ, লেখা পড়া শিখিতেছ, বাবুগিরী করিতেছ—পরিশ্রমের লেশ মাত্র করিতে হয় না। যে টাকায় তোমার এত সুখ, সে টাকা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা তুমি স্বপ্নেও জাননা, জানে সেই হতভাগ্য চাষা—তোমার বিনায়াসজাত এই সুখের জন্য জগদীশ্বরকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত না? আর যাহারা তোমার এই সুখের কারণ তাহাদিগকে কি দয়া করা কর্ত্তব্য নয়? তুমি বলিতে পার

এসকল ধর্ম্ম যাজকের কথা; ঈদৃশ সূক্ষ্মধর্ম্মী হইলে সংসারে উন্নত হওয়া যায় না। প্রিয়দর্শন! ধর্ম্ম ব্যতীত উন্নতি কোথায়? যদি কিছু হয়, সে কেবল বাহ্য ও ক্ষণস্থায়ী, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি।

দেখ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ৮০ বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তোমাদিগের পূর্ব্বাধিকারিগণ অনেক কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য্য করায় তোমাদিগের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার পূরণ হইয়াছে; এইক্ষণ জমিদারীতে তোমাদিগের বিলক্ষণ লভ্য হইয়াছে। তবে কেবল মাত্র আসুরিক ধনলোভে কিজন্য প্রজাকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিবে? যদি তোমার ইংরাজি সভ্যতার দরুণ অতিরিক্ত খরচের আবশ্যক হইয়া থাকে, যদি তোমার বাগান বাড়ি, ঘোড়া গাড়ির ব্যয় বর্ত্তমান আয় দ্বারা সংকুলান না হয়; আয় বৃদ্ধির অন্য উপায় দেখ। দরিদ্র প্রজার গ্রাসাচ্ছাদন কাড়িয়া লইও না। বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দেও; তুমি নিতান্ত অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া "পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিবে" এটী কি তোমার মনুষ্যোচিত কর্ম্ম?

প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর যে বিষম কলহ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে উভয় পক্ষের অনিষ্ট। প্রথমতঃ, ভূম্যধিকারীর অর্থনাশ। দ্বিতীয়তঃ জমিদারী নাশের বিলক্ষণ সম্ভব। দেশ প্রজাপূর্ণ, জমিদারের সংখ্যা অতি কম। যদি তোমরা বারম্বার প্রজার উপর অন্যায় অত্যাচার কর, প্রজাগণ অবশ্যই তোমার বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে জানাইবে, এক্ষণে আর প্রজারা তত অজ্ঞ নয়, তাহারা আইনের খবর জানে, লাট সাহেবকেও চেনে। গবর্ণমেণ্ট জন সাধারনের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কখন তোমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। তখন " ভোজন হস্তে " জমিদারীটী ত্যাগ করিয়া " তাঁতিকুল বৈষ্ণব কুল " হারাইতে হইবে। নব্য ভূম্যধিকারি! সাবধান হও; ধনলোভে উন্মাদ হইয়া ভবিষ্যৎ হারাইও না। জমিদারী গবর্ণমেণ্টের খাস হইলে প্রজারও সুখ হইবে না। জমিদারের খাজনা আদায় করিতে শৈথিল্য আছে;

গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা হইবে না। "পত্র পাঠ" খাজানা দেও, নতুবা জমি ছাড়িয়া দেও। দেখ, একা তোমার অনবধানতায় দেশের কত অনিষ্ট হইবার সম্ভব—তুমি মজিবে, দেশ সমেত মজাইবে। তাহাতেই বলিতেছি সাবধান হইয়া কাজ কর।

আইনে কর বৃদ্ধির তিনটী কারণ আছে। (১) তুল্য শ্রেণীর প্রজার দেয় পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য শ্রেণীর ভূমির নিরিখ অপেক্ষা প্রজার নিরিখ কম হইলে; (২) জমার অতিরিক্ত ভূমি প্রজার ভোগ দখলে থাকিলে; (৩) ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে।

কোন্ ভূমি কোন্ শ্রেণীর তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। অদ্য যে ভূমি এক শ্রেণীর, দশ বৎসর পরে সেই ভূমি অপর শ্রেণীর হইতে পারে। অদ্য যাহার কর বৃদ্ধি করিলাম, দশ বৎসর পরে সেই ভূমি তদ্রূপ উৎপাদন-শক্তি বিশিষ্ট না থাকিতে পারে; তখন প্রজার খাজানাভার নিতান্ত অসহ্য হইবে, সুতরাং সে কর কমি করার চেষ্টা করিবে। এমত স্থলে ভূম্যধিকারীর কর্ত্তব্য তিনি করবৃদ্ধি করার পূর্ব্বে ভূমির ও প্রজার অবস্থা বিশেষ রূপে স্বয়ং অবগত হয়েন। যদি প্রজার প্রচলিত হার নিতান্তই কম থাকে তবে কর বৃদ্ধি করিতে পারেন; নচেৎ অল্প লাভের জন্য প্রজার সহিত কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু জমিদারগণ সাধারণতঃ কি উপায়ে প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন তাহা আমার সুন্দর রূপে জানা আছে। ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে কতজন প্রজার করবৃদ্ধি হইতে পারে? দ্বিতীয় কারণে করবৃদ্ধি করা যুক্তি সঙ্গত। তৃতীয় কারণ আমার নিকট নিতান্ত অন্যায় বোধ হয়। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী নহে। এই উপায়াবলম্বন করিয়া কর বৃদ্ধি করিলে অনন্তকাল প্রজার সহিত কলহ করিতে হয়। যখন শক্তি বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি হইল তখন করবৃদ্ধি করিলাম; যখন কমিল তখন প্রজায় জমা কমির চেষ্টা করিল। ইহাতে কেবল গণ্ড-গোল। আর বিবেচনা করিয়া দেখ যাহারা দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া

শস্য উৎপাদন করে, ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাহাদিগের দুই পয়সা লাভ হয়, যদি তাহারা দুই দিন তজ্জন্য কথঞ্চিৎ সুখভোগ করে তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তাহারা তোমার সুখ সম্ভোগের অংশী নহে—তবে তোমার এ সান্নিপাতিকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না কেন? আরও দেখ, শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল দ্রব্যেরই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। লবণ, তৈল, বস্ত্র, কৃষিদ্রব্য, বলদ ইত্যাদি সকলই এখন দুর্মূল্য। কৃষক যেমন দুই পয়সা পায় অমনি তাহা খরচ হইয়া যায়। তাহার সুখ কোথায়?

কিন্তু প্রধানতঃ মধ্যশ্রেণীর প্রজার সহিত জমিদারের বিজাতীয় কলহ। এই শ্রেণীর প্রজারা অধিকাংশ ভদ্রলোক; ইহারা জোতদার ও গাতিদার নামে জমিদারের নিকট পরিচিত। কিন্তু জমিদারের ইহাদিগের উপর যে কি বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। স্বীকার করি ইহারা অন্য প্রজাপেক্ষা কম নিরিখে ভূমি ভোগ করে; কিন্তু জমিদারের জমিদারী যত দিনের, ইহাদিগের অনেকের জোতও প্রায় তত দিনের। বহুকালাবধি জমায় অধিকারী থাকিয়া, জমিদারীতে তোমার যেমন স্বত্ব, জমাতে ইহাদিগের তেমনি স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। বিশেষ, ইহারা ভদ্রলোক; স্বহস্তে চাস করে না; সুতরাং অন্য প্রজাপেক্ষা কম নিরিখ না হইলে ইহাদিগের কিসে চলিবে? তবে তোমরা কি জন্য বহু আয়াসে, বহু ব্যয়ে, বিস্তর শঠতাচরণে ইহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে যত্নবান হও? তুমি বলিতে পার, ভদ্র হউক, অভদ্র হউক, সকল প্রজার নিকটেই তোমার সমান হারে কর পাইবার অধিকার আছে। এটী তোমার নিতান্ত ভুল। ভদ্র প্রজা জমিদারীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। তোমার জমিদারী বিস্তীর্ণ। তাহা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা তোমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। মধ্যশ্রেণীর প্রজা তোমাকে শাসন বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য করে। তাহারা না থাকিলে প্রজা-সমুদ্র আয়ত্তাধীনে রাখা তোমার দুরূহ হইবে। মধ্যশ্রেণীর প্রজাদ্বারা কৃষীদিগের আর্থিক, বৈষয়িক নানাবিধ উপকার হইয়া থাকে; যদি তাহারা উৎসন্ন যায়, সেই সকল

উপকারের ভার তোমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তুমি একা মনুষ্য; তৎসমস্ত তোমার দ্বারা কিছুতেই সংকুলান হইবে না, কাজে কাজেই তোমার উপর প্রজাগণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, উদ্যম, উৎসাহ, এ সমস্তই মধ্যশ্রেণীর লোকের। মধ্যশ্রেণীর লোকের উৎসাহে দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। এই অত্যাবশ্যক গুরুতর শ্রেণীর অনিষ্ট করিলে দেশের অনিষ্ট হইবে, তোমরাও হাত ধুইয়া যাইতে পারিবে না। যদিও তোমরা ধনী, তোমরা সংখ্যায় অল্প, তোমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, উদ্যম, উৎসাহ নাই বলিলেও হয়। সুতরাং মধ্যশ্রেণী তোমাদিগের দ্বারা প্রপীড়িত হইলে, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া তোমার ধ্বংস চেষ্টা করিবে (এতাবৎ যে করে নাই সেই তোমাদিগের যথেষ্ট মঙ্গল); তুমি তাহাদিগের তর্ক বিতর্ক ও কৌশলের সহিত কখন পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের কথা, তাহাদিগের হিত অবহেলা করিয়া তোমার প্রতি পক্ষপাত করিবেন না। বিশেষতঃ, প্রজাবর্গ তাহাদিগের বশীভূত। তাহারা ইচ্ছা করিলে সমুদায় প্রজাকে তোমার বিপক্ষে বিদ্রোহী করিয়া দিয়া তোমার ধন, মান, জাতি সকলই লোপ করিতে পারে। সম্প্রতি পাবনায় যে প্রজাবিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে, তদ্বিস্তারিত তুমি শুনিয়াছ। জন কএক মধ্যশ্রেণীর প্রজা তাহার অধিনায়ক ছিল। এবং সেই বিদ্রোহানলে অনেক জমিদারের জাতি-কুল, ধন মান বিসর্জিত হইয়াছে। অতএব, জমিদার! সাবধান! ঈদৃশ ক্ষমতাশালী প্রজাদিগকে তুমি উন্মূলিত করার চেষ্টা পাইও না। তুমি ইহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু যে ইংরাজ রাজ্যে তোমার ঘর, সে রাজ্যে মধ্যশ্রেণীই প্রধান, মধ্যশ্রেণীর হস্তে দেশের হিতাহিতের সমস্ত ভার, তাহাদিগের হস্তেই রাজার অস্তিত্ব। তুমি জান গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক্ষণ নিতান্ত অনুগ্রহ-নয়নে দেখেন না। যদি লোভ পরবশ হইয়া গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগের কোন অহিত চেষ্টা করেন, তবে কে তোমাদিগের জন্য চীৎকার করিবে, কে প্রাণ-পণে তোমাদিগের স্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করিবে? পথকর স্থাপনের সময় কোন্ শ্রেণীর লোক তোমাদিগের জন্য রোদন করিয়াছিল—বলিয়াছিল

যে পথকর দ্বারা পাকতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল? এই সকল বিবেচনা করিয়া তুমি সাম্য হও। মধ্যশ্রেণীর প্রজা যদি অল্প নিরিখে ভূমি ভোগ করিয়া থাকে, করুক। তাহারা ভদ্র-লোক; তাহাদিগের জীবনোপায়ের আর পথ নাই। তাহারা দরিদ্র, বাণিজ্য করার ক্ষমতা নাই (তুমি ধনী হইয়াই বা কি করিতেছ?) তবে এক চাকরী, তাহাতেও এখন সুখ নাই। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশ-বাসীকে চাকরী দিতে পারেন না। উকিল, মোক্তার, আমলা, খবরের কাগজের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাশালী কার্য্যকারক, সকলেই মধ্যশ্রেণীবর্ত্তী। ইহাদিগকে উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।

ভূম্যধিকারী! তুমি কি মনে করিয়া থাক যে তোমার পদ, তোমার সম্পত্তি অচল, অনড়? যদি তুমি এইরূপ মনে কর, তবে তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ আর নাই। তোমার সম্পত্তি নিতান্ত চপল, নিতান্ত ক্ষণ-ভঙ্গুর। পৃথিবী হইতে প্রজা কখন উন্মূলিত হইবে না, হইবার নহে; অত্যাচার কর, তুমিই নষ্ট হইবে, তুমিই পরিণামে এক জন সামান্য প্রজা মাত্র হইবে। তখন বৌ হইয়া শাশুড়ীর জ্বালার কথা দগ্ধহৃদয়ে মনে করিতে হইবে। অতএব, সাম্য হও; বিস্তর কর বৃদ্ধি হইয়াছে, আর কেন? "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু," এই পুরাতন কথাটী তুমি প্রত্যহ দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনিয়া থাক। তদনুসারে কাজ কর। গবর্ণমেণ্টকে তুমি চিরকাল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া আসিতেছ; তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই; তবে কেন প্রজাপীড়ন কর? একটু ধর্ম্মের দিকে তাকাও, এক্ষণকার কালের গতি, গবর্ণমেণ্টের গতি অনুধাবন করিয়া দেখ; দেখিয়া উপস্থিত কলহ ভঞ্জনের চেষ্টা কর। তুমি একটু মনোযোগ করিলে, একটু আলস্য ত্যাগ করিলে, একটু নিঃস্বার্থ হইলে, এই বিবাদ অনায়াসে ভঞ্জন হইতে পারে।

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের বৈষয়িক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী নহে। অর্থ অনর্থের মূল। সুতরাং যাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইবে তাহাকে আন্তরিক গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। জমিদারগণ প্রজাদিগকে

আদৌ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিয়াছেন। তাহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের কর আদান প্রদান ভিন্ন এক্ষণ অন্যতর সম্বন্ধ নাই, তাহাতেই এত অনর্থ হইয়াছে। তুমি বহু সংখ্যক প্রজার উপর প্রভুত্ব করিতেছ। তোমার কর্ত্তব্য, তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা। স্বয়ং মফঃস্বলে নির্গত হইয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা দেখ, তাহাদিগের জমাজমির বিবরণ, শস্যের অবস্থা, অবগত হও। যেখানে প্রজার কোন কষ্ট থাকে সেখানে স্বীয় দানশীলতা প্রকাশ করিয়া কষ্ট মোচন কর। সংক্ষেপতঃ, তুমি প্রজাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিলে প্রজাও তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তাহা হইলে কলহ শান্তি হইবে—পিতাপুত্রে পুনর্মিলন হইবে। ইহাতে তোমার আর্থিক লাভও আছে। যে প্রজার নিকট এক্ষণ তুমি লাঠালাঠী করিয়া এক টাকা লইতে পার না, সে তখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার ন্যায়ানুগত মনোরথ পূর্ণ করিবে।

জমিদারের স্বার্থপরতা ও ধনলোভই কাল হইয়াছে। তুমি প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাদিগের স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, পৈশাচিক ধনমদে মত্ত হইয়া তাহাদিগকে পত্তনিদারের হস্তে, মৌরশীদারের হস্তে, বিষধর নীলকরের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতেছ। এটী তোমার নিতান্ত অন্যায়। স্বয়ং কার্য্যক্ষম হইয়া প্রজাপালন না করিলে কিসে তোমার গৌরব থাকিবে, কিসে তোমার মান থাকিবে, কি জন্যই বা প্রজা তোমাকে ভক্তি করিবে? পত্তনিদার, নীলকর প্রভৃতি কি প্রজার মমতা বুঝে? তাহারা কেবল লাভই বুঝে। তুমি যদি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পার তবে এই সকল নূতন লোককে জমিদারীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয় না। জমিদারী খাসে না থাকিলে, প্রজার সহিত সম্বন্ধ থাকে না—গৃহগ্রন্থি দৃঢ় থাকে না। বিবেচনা কর, নীলকর স্বীয় লাভের জন্য প্রজাপীড়ন করিয়া তাহাদিগকে উৎসন্ন দিল। তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? সে দশ দিন পরে যষ্টি হস্তে চলিয়া যাইবে, তখন তোমারই অনিষ্ট দাঁড়াইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া সাক্ষাৎ রূপে প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

একালে জমিদারেরা প্রজাদিগকে যে পাট্টা দিয়া থাকেন তাহাতে "কমি বেশী সুরাত", এই তিনটী কথা প্রায় অপরিত্যজ্য। বলা বাহুল্য এই তিনটী কালান্তককাল সদৃশ শব্দই সকল অনর্থের মূল। ইহাতে জমিদারের লোভ থাকে জমা বেশী করার, প্রজার আশা থাকে কমী করার। সুতরাং সুযোগ মত সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠে। ইহা সাধ্যানুসারে পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। যখন একটী জমা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হয়, তখন তদন্তর্গত জমির বিশেষ অবস্থা অবগত হইয়া ন্যায্য হারে কর ধার্য্য করিয়া কাএমী পাট্টা দিলে রাজা প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট হইতে পারে না। এইক্ষণ জমির সংখ্যা নিরূপণ করিয়া পাট্টা দিতে হয়, সুতরাং অতিরিক্ত জমি প্রজার ভোগ দখলে থাকার সম্ভব থাকে না। পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য শ্রেণীর প্রজার তুল্য শ্রেণীর জমির জন্য যে নিরিখ দেয়, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, জমা বন্দোবস্তের সময়, তাহা স্থির করিয়া বন্দোবস্ত করিলে "কমি বেশী" নিয়ম দ্বারা জমা আবদ্ধ করার প্রয়োজন থাকে না। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাতেই প্রতীত হইবে যে, সে উপকার প্রজাকে ভোগ করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অতএব, যখন দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া জমা বন্দোবস্ত করিলে পশ্চাৎ বৃদ্ধির কারণ থাকে না, তখন নিরর্থক "কমি বেশী" লিখিয়া ভবিষ্যৎ কলহের দ্বার মুক্ত রাখার আবশ্যক কি? তদ্রূপ নিয়ম থাকার কুফল এই যে, কোন কারণে প্রজার সহিত সামান্য মনোভঙ্গ হইলে সেই নিয়মের সুবিধা গ্রহণ করিয়া শঠতা, মিথ্যা ব্যবহার, অর্থনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ উপস্থিত হয়। অতএব, আমি বিবেচনা করি প্রজার সহিত বিবাদ ভঞ্জন করিতে হইলে কায়েমী পাট্টা দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভূম্যধিকারিগণ আর এক উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার অনুরাগ-ভাজন হইতে পারেন। তাহাতে প্রজায় প্রজায় বিবাদ ও তজ্জন্য তাহাদিগের অর্থনাশ নিবারণ হয়, ভূম্যধিকারীও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। প্রজায় প্রজায় বিবাদ হইলে এইক্ষণ আদালত ফৌজদারী—

অর্থ নাশের দ্বার—ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ভূম্যধিকারী যদি মধ্যস্থ হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে কলহ ভঞ্জন করিয়া দেন তবে এত অনর্থ হয় না। হতভাগ্য প্রজার বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেক উকিল, মোক্তার, আমলা ও গবর্ণমেণ্টের উদরস্থ হয়; সুতরাং কিসে তাহার সুখ হইবে? ভূম্যধি-কারি! তুমি মনোযোগ করিলে এই শোচনীয় অবস্থা অপনীত হইতে পারে।

অধিক কি বলিব, প্রকৃতি পুঞ্জের হিত সাধন, তাহাদিগের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদা যত্নশীল হও, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে, জমিদারগণ তাহাদিগের যথার্থ পিতা, তাহারা তাঁহাদিগের প্রকৃত পুত্র। আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জমিদারগণই প্রজার সকল অনর্থের মূল। প্রজার সর্ব্বনাশে জমিদারের সর্ব্বনাশ হইতেছে। তাহাতেই ভূয়োভূয়ঃ বলি, অত্যাচার, পৈশাচিক লোভ পরিহার করিয়া সকল দিক্ রক্ষা করার চেষ্টা কর। অভিমান ত্যাগ কর। তোমাদিগের সংস্কার আছে যে, কৃষকেরা অতি ঘৃণেয় জাতি—এমন কি অনেক ধনাভিমানী ঘৃণা করিয়া প্রজাদিগের সহিত বাক্যালাপ করেন না। এটা অতীব দূষণীয়। প্রজারা হাজার মূর্খ হউক, তাহারা আমাদিগের দেশের জীবন ও সুখ সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ; তাহাদিগকে অবহেলা করিলে রাজ্য-সুশৃঙ্খলে রাখা যায় না। তাহারা এমনি সরলান্তঃকরণ যে মিষ্ট কথা পাইলে, হিতসাধনে একটু মনোযোগ দেখিলে, তাহারা তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকে; যাহাতে তোমার উপকার হয় তাহার চেষ্টা প্রাণপণে করে। স্বীকার্য্য, অনেক ধূর্ত্ত প্রজা আছে, তাহাদিগকে শাসন করা বিহিত; কিন্তু তাহা বলিয়া যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া উচিত নহে—পুত্র বিপথগামী হইলে পিতা তাহাকে সদুপায় দ্বারা শাসন করা ব্যতীত, ধ্বংস করার চেষ্টা কখন করেন না।

সাধারণ কৃষকের দুরবস্থার আর একটী কারণ কুসীদের উচ্চহার। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে কৃষকেরা সাধারণতঃ এতাধিক দুরবস্থ যে, সংবৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় তাহাদিগের অনেকের থাকে না;

সুতরাং মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতে বাধ্য হয়। মহাজনেরা তাহাদিগের অভাবের সুবিধা পাইয়া উচ্চতম কুসীদ গ্রহণ করেন, তাহারাও তাহা অগত্যা দিতে বাধ্য হয়। এই ভয়ানক কুসীদ রাহু এরূপ ভাবে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে যে, কিছুতেই তাহাদিগের অভ্যুদয়ের আশার সঞ্চার হয় না। জগদীশ্বর যেন তাঁহার সৃষ্টির এই অংশকে চির-দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন! যদিও ভূম্যধিকারীদিগের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই; কিন্তু তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইহার অনেকাংশ শিথিল করিতে পারেন। তাঁহারা স্বততঃ পরতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা অল্পায়াসে কুসীদ ব্যবহার হ্রাস করিতে সক্ষম। যদি প্রত্যেক ভূম্যধিকারী, আপন অধিকারস্থ দুরবস্থ ঋণপ্রার্থী প্রজাদিগকে অল্প হারে সুদ গ্রহণ করতঃ টাকা কর্জ দেন, তবে অনায়াসে এই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে পারে। এবম্বিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল যে প্রজার অসীম মঙ্গল হয় এমত নহে, উত্তমর্ণেরও বহুল লভ্য উৎপাদিত হয়; গবর্ণমেণ্টের মুল্যবান নিদর্শন পত্র ক্রয়াপেক্ষা ইহাতে অধিকতর লভ্য আছে, এবং মুলধনেরও কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা নাই।

পরিশেষে বক্তব্য, ভূম্যধিকারীদিগের সততঃ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক যে, প্রজামণ্ডলি তাঁহাদিগের দ্বারা কোন প্রকারে প্রপীড়িত না হয়। পীড়ন করিলে অধর্ম্মাচরণ এবং দেশের অনিষ্ট হয় এমত নহে তাঁহাদিগেরও বিষম অনর্থের পথ পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। তাঁহারা সকলেই জানেন জেতৃগণ তাঁহাদিগের বিরোধী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রী এবং মন্ত্রণা।

মন্ত্রণা রাজ্যের জীবন; মন্ত্রী, শরীর। সুবিচক্ষণ সচিব না থাকিলে রাজ্য কখন সুচারুরূপে চলিতে পারে না। রাজারা যতই বিজ্ঞ হউন না কেন মন্ত্রণা বিহীন কার্য্যে অবশ্যই বিপদ ঘটিতে পারে;

তজ্জন্য, প্রথমতঃ মন্ত্রী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কার্য্যটী অতি দুরূহ; যাহাকে সমস্ত গোপনীয় কথা বলিতে হইবে, যে ব্যক্তি শত সহস্র প্রলোভন পরিহার পূর্ব্বক বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, এমন কার্য্যক্ষম ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি নিদেশ করা সহজ নহে। কার্য্যক্ষম অনেক ব্যক্তি সুপ্রাপ্য; কিন্তু সরল, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনুষ্য ভিন্ন মন্ত্রণা এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কারণ, মনুষ্যের মধ্যে যত প্রকার বিশ্বাস আছে তন্মধ্যে মন্ত্রণা প্রদান এবং অর্পিত কার্য্য ধর্ম্মতঃ নির্ব্বাহ করা বিশ্বাসের সর্ব্বপ্রধান অবয়ব। অতি সাবধানের সহিত প্রকৃত আলোচনা করিয়া এরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিতে হইবে, যাহার মন বিশেষরূপে জানা আছে এবং যে নিয়োগকর্ত্তার মন উত্তমরূপে জানে। এইরূপে উভয়ে পরস্পর সুপরিজ্ঞাত থাকিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভব বিরল। কিন্তু অনেক স্থলে ঈদৃশ পরিজ্ঞাত মনুষ্য দুষ্প্রাপ্য; সে স্থলে মন্ত্রিত্বের সাধারণ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পরে তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। যাহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জিতপ্রলোভন, স্পষ্টবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সরল, কর্ম্মঠ, চতুর, কৃতবিদ্য, অচঞ্চল এবং বিশ্বাসধারক তাহাদিগকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা কর্ত্তব্য। গোপন অসহিষ্ণু এবং বাচালকে কখন বিশ্বাস করিবে না; ইহারা কোন কথা গোপন রাখিতে, কিম্বা কোন কর্ম্ম দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। অনেক মন্ত্রী আছে যাহারা সম্মুখে মতের বিপরীত কিছু না বলিয়া, কিম্বা তদ্বিরুদ্ধে তর্ক না করিয়া, অনুজ্ঞার ন্যায় তাহা শিরোধার্য্য করে; অথবা কোন অন্যায় কার্য্য প্রারব্ধ দেখিলেও বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় চাক্ষুস্ তাহার প্রতিবাদ করে না; ঈদৃশ ভীরুস্বভাব মনুষ্য কখন মন্ত্রণার উপযুক্ত পাত্র নহে। ইংরাজি প্রবন্ধ লেখক সুবিখ্যাত হেল্‌প্স ইহার একটি উত্তম উদাহরণ দিয়াছেন। মন্ত্রী দ্বিবিধ আছে; এক প্রকার, দ্বার-রক্ষক কুক্কুরের ন্যায়, আর এক প্রকার, মেষরক্ষক সারমেয় সদৃশ; ইহার মধ্যে মেষরক্ষকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অনেকে অনুজ্ঞাত কি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই করিতে ইচ্ছা কি সাহস

করে না; দ্বাররক্ষক, কুকুরের ন্যায় দ্বাররক্ষাই করে; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া অন্য কোন দুর্নিমিত্ত নিবারণ কি উপকার প্রতিপাদন করে না; আর অনেকের স্বভাব এইরূপ যে, তাহারা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বকার্য্য স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে নিঃশঙ্কে নির্ব্বাহ করে, সকল কার্য্যেই তাহাদিগের সমভাবে দৃষ্টি থাকে। যেমন মেষরক্ষক কুকুর নিরস্ত হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না; অরণ্যে, প্রান্তরে, যেখানে মেষ থাকুক, সকলকে তাড়না দ্বারা আনয়ন পূর্ব্বক এক স্থানে সংমিলিত করে, তদ্রূপ এই শ্রেণীর অমাত্যগণ সুপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করে।

মন্ত্রীর পক্ষে, প্রভুর স্বভাব পর্য্যালোচনা করা অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যে নিপুণ থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা প্রভুর স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, কার্য্য কি মন্ত্রণা কালে তাঁহার মনস্তুষ্টি প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু পার্থিব কার্য্যক্ষেত্রে মনস্তুষ্টিকে কেন্দ্র করিলে প্রায়তঃ অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভব। মন্ত্রণা অথবা ন্যস্ত কার্য্যের সম্পাদন কালে, অবিতথ চিত্তে কি কর্ত্তব্য তাহা সরলভাবে ব্যক্ত করা আবশ্যক। প্রভুরও কর্ত্তব্য, মন্ত্রিদিগের প্রদত্ত পরামর্শ স্বমত বিরোধী হইলেও বিশেষরূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহা উত্তম তাহাই করেন। আত্মাভিমত-প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিলে অনেকে উগ্রস্বভাব হন; এটী সাংসারিক কার্য্যের একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। পরামর্শ করিতে হইলে, সকলের মত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উপর তর্ক বিতর্ক করিয়া যাহা স্থির হয় তাহাই করণীয়।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন মন্ত্রণায় জুগুপ্সার হ্রাস হয়; যথার্থ বটে, কিন্তু সুবিশ্বস্ত অমাত্য সমীপে গুপ্তভাব প্রকাশ না করিয়া স্বাভিমত কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাকে বিশ্বাসী বলিয়া দৃঢ় সংস্কার আছে তদ্দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভব অতি বিরল।

মন্ত্রণাকালে আত্মাভিমত ব্যক্ত না করিয়া কার্য্য বিশেষে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; স্বীয় মত প্রকাশ করিলে মন্ত্রিগণ

তদনুবর্ত্তী হইতে পারে। মন্ত্রণা শেষ হইলেও, কি করা মনোগত হইল তাহা ব্যক্ত করিবে না। সকলের অভিমত বিজ্ঞাত হইয়া, যাহা ন্যায় সঙ্গত ও উপযোগী তাহা স্বকপোল বিনিশ্চত অনুজ্ঞার ন্যায় প্রচার করিবে—কেহই যেন জানিতে না পায় যে সেটী অন্যের মত।

কোন কার্য্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যেমন সকল মন্ত্রীকে সমবেত করিয়া অভিমত জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করিয়া তাহার স্বাভিপ্রায় জানিতে হইবে; কেননা, সভাপেক্ষা নির্জনে মনুষ্যের মানসিক ভাব উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপে, বিবেচনা মত সকলের স্বাতন্ত্র্য অভিপ্রায় গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়; কিন্তু কেহ যেন জানিতে না পারে যে তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি পৃথক রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে; বরং ঈদৃশ ভাবভঙ্গি করিতে হইবে যে, তাহার মন্ত্রণাই মূল্যবান বলিয়া বিবেচ্য হয়, এই তাহার মনে বিশ্বাস জন্মে।

অনেক কার্য্য আছে যাহার গুরুত্ব বিধায় ক্ষণিক পর্য্যালোচনায় কিং কর্ত্তব্য স্থিরীভূত হয়না। এবম্বিধ কার্য্যে সহসা মত স্থির না করিয়া, বিবেচনার জন্য অমাত্যদিগকে সময় দিতে হইবে। যখন মন্ত্রিগণ আবশ্যক অবকাশান্তে স্ব স্ব অভিমত স্থিরীকৃত করিয়া মন্ত্রণাগারে আগমন করে, তখন প্রত্যেকের অভিপ্রায় বাক্‌বিতণ্ডা দ্বারা উত্তমরূপে বিবৃত করিয়া দোষগুণ অবলোকনান্তে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই অবলম্বন করা বিহিত। বিপক্ষ না হইলে মতের দোষগুণ উপলব্ধি হয় না; অতএব যে কেহ একটী মত ব্যক্ত কি পরামর্শ প্রদান করে, তাহার বিপক্ষে যতদূর ন্যায়ানুগত তর্ক হইতে পারে, তাহা করা আবশ্যক। ঈদৃশ দুর্দ্দমনীয় তীক্ষ্ণ স্বভাব থাকিলে কাহারো দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতীব বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকেও নিঃসন্দিহান চিত্তে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় গ্রহণ করিবে না। দূরদর্শি যোদ্ধারা দৃঢ়ার্গলিত শয়নাগারেও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অসি ও বর্ম্ম রাখিয়া থাকেন। সংক্ষিপ্তে, উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কোনকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ।

—— ——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অধীনের প্রতি ব্যবহার।

বৃত্তিজীবীদিগকে পদানুরূপ বেতন প্রদান না করিলে, স্বভাবতঃ কৃত্রিমতা এবং উৎকোচের পথ আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কেবল যে প্রজা প্রপীড়িত হয়, এমত নহে, ভূম্যধিকারীরও ভূয়িষ্ঠ অনিষ্ট হইয়া থাকে। প্রজাগণ কর প্রদান, টাকা কর্জ, ও দেনা শোধ করিতে আসিলে আমলাগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু না কিছু লয়; না দিলে কিছুতেই তাহাদিগের কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। এমন কি শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিক হইতেও কর্ম্মচারীরা কর্ত্তন করে। এই দুরাচারের কারণ তাহাদিগের অল্প বেতন এবং ভূম্যধিকারীর অমনোযোগিতা। জমিদারেরা কর্ম্মচারীদিগকে এত অল্প বেতন দেন যে তদ্দ্বারা একজন যৎসামান্য কৃষকেরও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। যাহাদিগের উপর জমিদারীর সমস্ত ভার, তাহাদিগের বেতন প্রায়তঃ ১০।১৫ টাকার অতিরিক্ত নহে। বেতনের এই শোচনীয় ন্যূনতা নিবন্ধন বৃত্তিজীবীরা অসৎ পথাবলম্বন করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এটী তাহারা গোপনে করে না, প্রভু তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারেন, অথবা জানিয়া শুনিয়াই অল্প বেতনে নিযুক্ত করেন; নতুবা "হিসাব আনা", "দস্তুরি" প্রভৃতি শত শত পীড়নের যন্ত্র, আইন তুল্য প্রচলিত কেন? সম্ভবতঃ ব্যয়ের লাঘবতা প্রতিপাদন করা এই কুপ্রথার মূল কারণ; অথবা ভূম্যধিকারীরা বিবেচনা করেন যে মনুষ্য স্বভাব আর নরক, তুল্য পদার্থ কিছুতেই সৎপথগামী নহে? কিন্তু ঈদৃশ অমানুষ অভিসন্ধি আমরা জমিদারদিগের প্রতি আরোপ করিতে সাহসী হই না। যদিও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অকৃতবিদ্য, তথাচ তাঁহারা মনুষ্য ভিন্ন আর কিছু নহে। এবং বোধ হয় ঈদৃশ ব্যক্তি অদ্যাপি অবতীর্ণ হয় নাই যে মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের স্বভাব সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং প্রথম নির্দ্দিষ্ট কারণকেই বেতনের ন্যূনতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইল। যদি বাস্তবিক

ভূম্যধিকারীদিগের এরূপ মানসিক ভাব হয় তবে তাঁহারা অবশ্যই ভয়ানক মূর্খ। অল্প বেতনে ব্যয়ের লাঘবতা প্রতিপন্ন করা দূরে থাকুক, তাহাতে ভূয়িষ্ঠ অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। এ দেশীয় জমিদার-গণ সাধারণতঃ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন না; অনেকের বোধ হয় করিবারও উপযোগী জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরহ, সুতরাং তাঁহাদিগকে বৃত্তিভোগীর ধর্ম্ম এবং স্বেচ্ছাচারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মচারীরা বেতনের লাঘবতা নিবন্ধন আবশ্যকের বশবর্ত্তী হইয়া নানা উপায়ে অর্থার্জন করিতে বিবিধ পথাবলম্বন করে, এবং সুবিস্তীর্ণ বিশৃঙ্খল জমিদারী ক্ষেত্রে সুবিধা মত যাহা পায় তাহাই আত্মসাৎ করিয়া প্রভুর চক্ষে ধূলি দেয়। সত্য বটে, ভূম্যধিকারীরা অধিক বেতনে এক একজন প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রাখিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কত নিবারণ করিতে পারেন, কতই বা দেখিতে বা জানিতে পারেন? যাহার অপহরণ করাই স্বভাব, তাহাকে কে প্রহর দিয়া সম্যক্ নিরস্ত রাখিতে পারে? ইহাও বরং অবিরল নহে যে, অধীনদিগকে শাসন করা দূরে থাকুক, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়া আপনারাও ভূস্বামীকে বঞ্চনা করেন।

এইরূপে দর্শিত হইল, অল্প বেতন অনিষ্টের একটী মুখ্য কারণ; কেনই বা না হইবে? যাবৎ আবশ্যক মোচন না হয়, তাবৎ মনুষ্য নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কতজন আছে যাহারা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে? বোধ হয় ঈদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল। আমার বোধ হয়, বেতনের এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে যাহার হস্তে যেরূপ দায়িত্ব এবং যাহার যাদৃশ প্রলোভন তাহাকে তদনুরূপ অধিক বেতন দেওয়া হয়। একজন নায়েবের হস্তে অনেক দায়িত্ব, সে প্রলোভনাকীর্ণ, ইচ্ছা করিলেই অধিক অনিষ্ট করিয়া অপহরণ করিতে সক্ষম; সুতরাং তাহাকে যত বেতন দিতে হইবে, একজন দায়শূন্য মোহরেরকে তত দেওয়া বিহিত নহে। এটী একটী সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র, ফলে এইরূপ নিয়মে বেতনের ন্যূনাতিরেক গণনা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু কেবল অধিক বেতন দিলেই যে প্রতারণার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ হইল এরূপ বিবেচ্য নহে; প্রহরী বিহীন সুষুপ্তিসমাকীর্ণ গৃহে কে না দস্যুতা করে? সতর্কতাই কার্য্যের মূল। তুমি যদি স্বয়ং সকল বিষয় বুঝিয়া না লও, যদি নিকৃষ্টেরা জানে যে রাজকার্য্যে তুমি সম্যক্ অমনোযোগী, তবে অবশ্যই তাহারা কুপথ অবলম্বন করিবে। শাস্তি এবং অবমাননার আশঙ্কা না থাকিলে মনুষ্য স্বভাবতঃ বিপথগামী হয়, সুতরাং শাসনই সমতার প্রধান উপায়। অতঃপর সমস্ত কার্য্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিয়া ঈদৃশ শাসন প্রয়োগ করা বিহিত যে, কঠোর দণ্ডের নিশ্চিত আশঙ্কা ভিন্ন কেহ গর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রলুব্ধ না হইতে পারে।

অধীনকে সুশাসনে রাখিতে হইবে বলিয়া যে তাহার প্রতি পরুষ-ব্যবহার করা আবশ্যক এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না। আমার বলার অভিপ্রায় এই যে গুরুতর দোষ পাইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড করিতে হইবে; কিন্তু অন্যান্য সময়ে সস্নেহ ব্যবহার করা প্রয়োজনীয়। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, প্রিয় বাক্য এবং সদ্ব্যবহার ভিন্ন কাহাকেও বাধ্য করা যায় না; অতঃপর, সময় ও আবশ্যকানুসারে মিষ্ট ও তিক্ত উভয় বিধ ব্যবহার বিহিত। অনেক সমৃদ্ধিশালিব্যক্তি ভৃত্য বিশেষের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা নিতান্ত গর্হনীয়। তাহাদিগের দ্বারা বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তুমি ভৃত্য বিশেষকে অতিশয় স্নেহ কর, ইহা অপরে জানিতে পারিলে, তাহাকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া, তদ্দ্বারা তোমার অনেক অনিষ্ট করিতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে অনুরাগ অথবা বিরাগদ্বারা চালিত না করিয়া, ন্যায় চক্ষুদ্বারা সকলকে এবং সর্ব্বকার্য্য সমভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে। যিনি এই বাক্যটি চিত্তে জাগরুক রাখিয়া সংসারের সহিত ব্যবহার করেন তাঁহাকে কিছুতেই প্রবঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আয় ব্যয়।

সম্পত্তির বার্ষিক উৎপন্ন হইতে রাজস্ব প্রদান করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই আয় বলা যায়। হস্তবুধের লিখিত অঙ্কের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই; কারণ তৎসমস্ত বৎসরের মধ্যে প্রজার নিকট হইতে আদায় না হইতেও পারে—কেবল যে টাকা হস্তগত হইল তাহাকেই আয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আর ঈদৃশ আয় হইতে বাৎসরিক ব্যয় সংকুলান করিয়া যাহা সঞ্চিত থাকিল তাহাকে লভ্য বলা যাইতে পারে।

লর্ড বেকন, তাঁহার ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ধন. ব্যয়ের জন্য; এবং ব্যয়, সম্ভ্রম ও সৎকার্য্যের নিমিত্ত। সুতরাং অসামান্য ব্যয় আবশ্যকের উপযোগিতানুসারে সংকীর্ণ করিতে হইবে; কারণ স্বেচ্ছাধীন অপচয়, দেশ ও স্বর্গরাজ্যে সমভাবে বর্ত্তে। কিন্তু নিয়মিত ব্যয়, সম্পত্তির আয়ানুসারে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য; এবং এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, কর্ম্মচারী দ্বারা প্রতারণা বা অপব্যয়ের সম্ভব না থাকে। * * * যদি কেহ তাহার লভ্যের হ্রাস বৃদ্ধি না করিয়া সমভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করে, তবে তাহার আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয় করা বিহিত, আর তদপেক্ষা ধনী হইবার বাসনা থাকিলে তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। প্রবীণের পক্ষে, স্বীয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করা, নীচত্ব নহে। কেহ কেহ কেবল যে অমনোযোগিতা নিবন্ধন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে না এমত নহে, তাহারা আশঙ্কা করে যে, যদি তাহারা উহা বিপন্ন দেখে, তবে বিষণ্ন হইতে হইবে। কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত ক্ষতস্থান প্রতীকার হইতে পারে না।"

সম্পত্তির আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধান না করিলে পরিমাণ জ্ঞান থাকে না, এবং এই অজ্ঞতা নিবন্ধন আয়াতিরিক্ত ব্যয় হইয়া ঋণী হইতে হয়। এটি নীচত্বও নহে; কারণ পশ্চাৎ ঋণী হইয়া বিবিধ মনস্তাপ ও সাংসা-

রিক কষ্ট প্রাপ্তি অপেক্ষা, পূর্ব্বে সতর্কতা অবলম্বন করা মহতেরই কার্য্য।

আয়ের সমস্ত টাকা ব্যয় করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য ; কারণ সঞ্চিত ধন হস্তে না থাকিলে সময় বিশেষে নিতান্ত বিপদাপন্ন হইতে হয়। কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, কোন বৎসর জলপ্লাবন বশতঃ শস্য উৎপন্ন হইল না; কিন্তু হস্তে টাকা থাকিলে তজ্জন্য বিপদাপন্ন বা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না; বস্তুতঃ সেই সঞ্চিত ধন দ্বারা দুঃসময়ে প্রকৃতিপুঞ্জের উপকার করিয়া ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। বিশেষতঃ, আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে নিদারুণ কঠোর নিয়মাবলি করিয়াছেন, তাহাতে সঞ্চিত ধন হস্তে না থাকিলে, সম্পত্তি রক্ষার কোন ভরসা থাকে না।

এই সংসারে ক্ষমবান না হইলে মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। ধন, ক্ষমতার প্রধান উপায়; প্রত্যুতঃ ধনকে ক্ষমতার অবতার বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাহার বিপুল ধন থাকে সে অধিকার বৃদ্ধি করিতে পারে, বহুসংখ্যক লোক প্রতিপালন করিতে ও দেশের প্রভূত মঙ্গল করিতে পারে—এ সমস্তই ক্ষমতার পরিচয়।

এটি গেল ধন ব্যয়ের সাংসারিক দৃশ্য। এস আমরা এক্ষণে দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিয়া ঐশী দৃশ্যটি দেখি। তোমার হস্তে যে ধনরাশি আছে তাহাতে কি তোমার নিগূঢ় আত্ম স্বত্ব; না তাহাতে জন সাধারণেরও কিঞ্চিৎ অধিকার আছে ? ধনিন্! তুমি স্থিরবুদ্ধি হইয়া দিব্য চক্ষে দেখ তাহাতে ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার আছে। জগদীশ্বর মনুষ্যকে পরস্পরাধীন করিয়াছেন; সকলেই সকলের সাহায্য সাপেক্ষ। তুমি যে ধন-গরিমা করিতেছ, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধীন, তুমি করদাতাদিগের সম্পূর্ণ অধীন। আর কে তোমাকে এই উচ্চপদারূঢ় করিয়াছে ? মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি নেত্রপাত কর, দেখিবে প্রজাপুঞ্জের ঐকমত্যের উপর তোমার সম্পূর্ণ নির্ভর। মনুষ্য সমাজ ঈদৃশ পরস্পরাধীনতা রূপ মনোহর নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছে। যদি কেহ এক জনকে হত্যা করে, তুমি তাহাতে ব্যাকুল হইয়া হত্যাকারীর দণ্ড-

ইচ্ছা কর কেন; তাহাতে সযত্ন হও কেন? কেহ দস্যু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তুমি তাহার প্রতিকার চেষ্টা কর কেন? কাহার গৃহ অগ্নিসাৎ হইলে তুমি তাহার আনুকুল্য কর কেন? এক জন প্রপীড়িত হইলে তুমি পীড়াদায়কের দমনে কৃতযত্ন হও কেন? কেন না তোমার প্রতিও এবম্বিধ অত্যাচার হইতে পারে। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সাহায্যাভিলাষী হইলে ঈদৃশ আশঙ্কা থাকে না। এটি ঈশ্বরের অভিপ্রেত; ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টিনাশ হয়, সুতরাং পাপ হয়। পৃথিবীতে কত শত দীন, দুঃখী, দরিদ্র, স্থবির, অন্ধ, খঞ্জ, মুক ইত্যাদি অক্ষম লোক আছে। অন্নাভাবে তাহাদিগের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে। তোমার যদি তাদৃশ অবস্থা হইত, তবে তোমার মনের ভাব কিরূপ হইত? তুমি কি সাহায্যাভিলাষী হইতে না? জগদীশ্বরের প্রসাদে তোমার হস্তে বিপুল ঐশ্বর্য্য ন্যস্ত হইয়াছে; এই সকল দীন, দুঃখীকে দান করা তোমার কি কর্ত্তব্য কার্য্য নহে? অবস্থানুসারে স্বদেশের হিত সাধন ও মনুষ্যের উপকার করা অপেক্ষা ধন ব্যয়ের উৎকৃষ্টতর পন্থা আর নাই।

উত্তেজনা ব্যতীত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না; তজ্জন্য জগদীশ্বর, কর্ত্তব্যজ্ঞান, যশোলিপ্সা, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি বৃত্তি পরম্পরা আমাদিগকে দিয়াছেন; কিন্তু যশোলিপ্সা অন্যান্য বৃত্তি অতিক্রম করিয়া প্রবলতর হইলে, সচরাচর ধনের অপব্যয় হইয়া থাকে; তজ্জন্য দানাদি হিতসাধক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার কর্ত্তব্যতা বিশেষ রূপে অনুধাবন করিবে। যশঃ-অন্ধ হইলে অর্থাপব্যয় ও ধর্ম্মহানি হয়। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

"আমি যত কার্য্য করি ফলাকাঙ্ক্ষীনই,
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই;
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়,
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥"

ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিবার জন্য বর্ষারম্ভে সেই বৎসরের আয় ব্যয়ের একটি আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করিবে। তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আয়ের সহিত তুলনা করিয়া আয় সন্নিবেশিত করিবে; পূর্ব্ব বর্ষে ব্যয় করিয়া কত টাকা সঞ্চিত ছিল, দেখিবে; এবং তদনুসারে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবে। যদি পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অতিরিক্ত আয়ের কারণ থাকে, তবে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুষ্ঠান করিতে পার। তদ্ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সঞ্চয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত অসাধারণ ব্যয় সংকুলান করিতে হইবে।

ব্যয় হইয়া যে টাকা কোষস্থ থাকিবে তদ্দ্বারা কি করিবে? কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবে? কর ক্ষতি নাই; কিন্তু সমস্ত অর্থ তাহাতে নিয়োজিত করিও না। কোম্পানির কাগজে যে লভ্য পাওয়া যায় তাহা সামান্য। সঞ্চিত অর্থ বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বিপুলরূপে ধনবৃদ্ধি হইবে, দেশেরও বিস্তর উপকার হইবে।

পরিশিষ্ট।

(১) জমিদারী কার্য্য বিভাগ (সেরেস্তা)

জমিদারী সেরেস্তা সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত।

১। আমীন দপ্তর—এখানে জমাজমির ও আদায় তহশীলের বিবরণ থাকে। প্রজার জমা ও খাজানা বাকী নিরূপণ জন্য "তৌজি" নামে একখানি বহি রক্ষিত হয়। চিঠা, খতিয়ানী, জমাওয়াশীলবাকি, আদায় তহশিলের হিসাব, বাকি জায় ইত্যাদি এখানে প্রস্তুত হয়।

২। শুমার দপ্তর—এখানে যে টাকা জমা ও খরচ হয় তাহা "রোকড়" নামক বহিতে লিপিবদ্ধ হয়, ও সমস্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ ও দেনা পাওনার হিসাব থাকে।

৩। খাজাঞ্চীখানা—এখানে সর্ব্ব প্রকারের টাকা জমা ও খরচ হয়। খাজাঞ্চী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দৈনন্দিন তহবীল ঠিক্ রাখে।

৪। দলীল খানা—এখানে পাট্টা, কবুলীয়ৎ, কবালা ইত্যাদি স্বত্ব সংস্থাপক ও নানাবিধ দলীল, দস্তাবেজ থাকে।

৫। মুনশী খানা—এখানে প্রেরিত পত্র ও হুকুমনামার নকল এবং আগতীয় পত্রাদি থাকে।

৬। বাজে দপ্তর—এখানে কারবার ইত্যাদি ও নানাবিধ নৈমিত্তিক কার্য্যের হিসাব থাকে।

এই সকল সেরেস্তায় এক একজন প্রধান ও তদধীন মুহরী, তাএদ নবীশ, নকল নবীশ ইত্যাদি থাকে। কার্য্যের আয়তনানুসারে ইহার প্রত্যেক সেরেস্তা ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা, আমীন সেরেস্তায়, তৌজি বিভাগ, জরিপ বিভাগ, বন্দোবস্ত বিভাগ, মোকর্দ্দমা বিভাগ, চর্চ্চা বিভাগ, হিসাব বিভাগ ইত্যাদি।

(২) নিত্য ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ।

অকারাদি বর্ণক্রমে সন্নিবেশিত।
(ইহাতে পারস্য শব্দই অধিকাংশ)

(অ)

অষ্টম, পত্তনি তালুক, বাকি খাজানার জন্য, জমিদার কর্ত্তৃক বিক্রয়। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ৮ আইনানুসারে বিক্রয় হয়, তাহাতেই অষ্টম শব্দের ব্যবহার। "পত্তনি" শব্দদেখ।

(আ)

আইন, ব্যবস্থা; বিধি; গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বিধি।

আকর, উৎপন্ন; শস্য বুঝায়।

আখড়াজাৎ বা ইখ্‌ড়াজাৎ, ব্যয়; খরচ।

আখিরি, শেষ; যথা "সন আখিরি" অর্থাৎ বৎসরের শেষ।

আখিরি জমা ওয়াশীল বাকি, বৎসরান্তের জমিদারীর নিকাশ কাগজ; ইহাতে যত টাকা খাজানা আদায় হইয়া, যত টাকা রাজস্ব দেওয়া হইল এবং যত টাকা লভ্য থাকিল, ও যত টাকা প্রজার নিকট বাকি থাকিল, তাহার বিবরণ লেখা হয়।

আমদানি, আয়; জমিদারি সেরেস্তার যে কাগজে খাজানা আদায় জমা করা যায়।

আমল, অধিকার; স্বামিত্ব; কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের সময়; অন্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করা।

আমল-দস্তক, যে দলিল দ্বারা সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া যায়; খাজানা আদায় করিবার ক্ষমতাপত্র।

আমলনামা, যে লিখিত নিদর্শন দ্বারা জমিদার প্রজাকে জমার দখল দেন।

আমলা, নিম্নস্থ কার্য্য কারক।

আমানৎ, ন্যস্ত; টাকা কি কোন দ্রব্য ব্যক্তি বিশেষের নিকট অথবা আদালতে রাখা; যাহার নিকট "আমানৎ" রাখা যায়, সে আমানতী বস্তুতে স্বত্ববান হয় না; সময়ান্তরে লইবার জন্য, অথবা কোন ব্যক্তিকে দিবার জন্য এইরূপ রাখা হয়।

আমিন, জমা জমির হিসাব রক্ষক আমলা, ইহাকে "তৌজিনবীশ" ও বলিয়া থাকে; জমি পরিমাপ (জরীপ) করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি।

আয়মা, মোগল সম্রাটগণ, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক মুসলমানদিগকে, অথবা মহম্মদীয় ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, বিনা করে কি যৎসামান্য করে যে ভূমি দিতেন তাহার নাম "আয়মা"। আয়মা-তালুক, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ও হস্তান্তর করা যায়।

আর্জী, মৌখিক অথবা লিখিত আবেদন পত্র; দরখাস্ত।

আরিন্দা, পত্রবাহক।

আব্ওয়াব্, জমির খাজানা ভিন্ন, অন্য রকম শুল্ক। (যে সকল দেশের ভূম্যধিকারিগণের সহিত গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তথায় খাজনা ভিন্ন জমির উপর অন্য কোন কর ধার্য্য করার ক্ষমতা নাই)।

আবাদ, যে জমি হইতে খাজনা আদায় হইতে পারে; কৃষিকার্য্যের অধীন ভূমি; কৃষিকর্ম্ম।

আশল, আদীম; মূল; মূলধন; আদি দলীল কি কাগজ (ইহার বিপরীত শব্দ "নকল"); জমির মূল খাজানা।

আশ্বাব্, দ্রব্যজাত; অস্ত্রশস্ত্রাদি।

আসামী, কৃষক; প্রজা; দোষী; প্রতিবাদী।

(ই)

ইখ্‌তিয়ার্‌, (সচরাচর "এক্তার"); ইচ্ছা; ক্ষমতা।

ইজ্‌মাল্‌, অবিভক্ত অধিকার; চুম্বক।

ইজারা, নির্দ্দিষ্ট খাজানায় ভূমির অথবা সাএর মহালের পাট্টা।—"মেয়াদী," অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দ্ধার্য্য করে কোন সম্পত্তির পাট্টা দেওয়া। যে ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া যায় তাহাকে ইজারদার কহে। ইজারদার আদায় তহশীলের খরচ বাবৎ হস্তবুধের উপর শত করা কিঞ্চিৎ পায়, বক্রী টাকা যে ব্যক্তি ইজারা দেয় সে বাৎসরিক খাজনা স্বরূপ পায়। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে মহালে ইজারদারের স্বত্ব লোপ হয়।

ইর্‌শাল্‌, প্রেরণ, অধীনস্থ আদায় তহশীলের কার্য্যকারক যে টাকা জমিদারের নিকট প্রেরণ করে; গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে টাকা পাঠান।

ইসাদী, সাক্ষী।

ইস্তিহার, বিজ্ঞাপন, বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ইত্যাদির নামে আদালত হইতে যে আজ্ঞাপত্র প্রচার হয়।

ইস্তক, হইতে; ইহার সহযোগী শব্দ "লাগাএৎ" অর্থাৎ পর্য্যন্ত।

ইস্তফা, ত্যাগ; জমাজমির ত্যাগ; জমিদারের অধীন যে প্রজা জমা ত্যাগ করার ইচ্ছা করে, সে বাকি খাজনা পরিশোধ করিয়া দিতে বাধ্য। পৌষ মাসে কিম্বা তৎপূর্ব্বে জমা ত্যাগ করিতে হয়, আর যে দেশে ফশ্‌লি সন প্রচলিত, তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তৎপূর্ব্বে।

ইস্তিমুরার্‌, নিত্যতা; যাহার পরিবর্ত্তন হয় না; লর্ড কর্ণওয়ালীশের সময় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তাহাকেই বুঝায়। গবর্ণমেণ্ট নিম্ন বঙ্গদেশে যে সকল ব্যক্তির সহিত ভূমির এইরূপ

বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট হইতে ধার্য্য কর ভিন্ন অতিরিক্ত লইতে পারেন না।

(উ)

উঠিৎ-পতিত, যে ভূমিতে কখন শস্য হয়, কখন হয় না।

উদ্বাস্তু, বাস স্থানের সম্মুখস্থ ভূমি।

উম্মেদ, আশা ; ভরসা।

উম্মেদার, কার্য্যার্থী।

(এ)

এওয়াজ্, কোন জমি কি দ্রব্য অপর জমি কি দ্রব্যের সহিত পরিবর্ত্তন করা।

একজাই, জমা খরচের চুম্বক।

একতরফা, প্রতিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে, বাদীর বর্ণনা মতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ; এক পক্ষ সম্বন্ধীয়।

এক্‌রার, কোন স্বত্ব, কি দাবী, কি দেনা, কি সম্বন্ধ, কি দোষ স্বীকার।

একুন, মোট ; সমষ্টি।

এন্তেকাল্, একস্থান হইতে স্থানান্তরে লওয়া।

এলাকা, অধীনত্ব ; কর্ত্তৃত্বাধীন।

এব্‌রা, অব্যাহতি ; মাপ।

(ও)

ওজর, আপত্তি।

ওজুহৎ, লিখিত আপত্তি।

ওয়ারিশ্, উত্তরাধিকারী।

ওয়াশীল, আদায়।

(ক)

কট্, নিরূপিত সময় ; নিবন্ধ পত্র।

কট্‌কবালা, নিয়মযুক্ত বিক্রয়ের নিবদ্ধ পত্র, তাহাতে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকে যে, এক্ষণ যে টাকা অগ্রিম দেওয়া গেল তাহা নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পিত না হইলে উক্ত টাকা

আবদ্ধ সম্পত্তির মুল্য স্বরূপ গণ্য হইয়া বন্ধক গৃহীতার সেই সম্পত্তিতে গূঢ়াধিকার হইবে। "বে বিল্‌ওয়াফা" শব্দ দেখ।

কট্‌কিনা, চূড়ান্ত করে জমা দেওয়া। "দার"; যাহাকে এইরূপ জমা দেওয়া যায়।

কবজ, স্বত্ব ও অধিকারের নিদর্শন পত্র; দস্তাবেজ।

কবালা, বিক্রয় পত্র; হস্তান্তর করণ পত্র।

কবুলিয়ৎ, পাট্টার প্রতিলিপি। প্রজাকে জমি জমা করিয়া দিলে প্রজা জমিদারকে এই দলীল দিয়া জমা ও জমি স্বীকার করে। প্রত্যেক প্রজা, যাহার নিকট খাজানা আদায় করে, তাহার নিকট কবুলীয়ৎ পাইবার অধিকারী। "পাট্টা" শব্দ দেখ।

কবুলজওয়াব্, দাবী স্বীকার করিয়া মোকদ্দমায় উত্তর দেওয়া।

কবুলাবেশী, প্রজা যে খাজানা ধার্য্য খাজানা অপেক্ষা স্বেচ্ছা পুর্ব্বক জমিদারকে বৃদ্ধি দেয়।

করার, স্বীকার। "করার চালান", প্রজা যে সময়ে খাজানা দিতে স্বীকার করে তাহার লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র।

কাছারি, কার্য্যালয়; খাজানা আদায়ের স্থান।

কাজি, মহম্মদীয় বিচারপতি।

কানুন্‌গো, আইন ব্যাখ্যা কারক; মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে, গ্রাম্য ও প্রদেশীয় কার্য্যকারক, যাহারা জমাজমি ও রাজস্বের তত্ত্বাবধান করিত; সব্‌ ডেপুটীম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নস্থ পদ।

কার্‌কুন্, মহরের; মহারাষ্ট্র দেশে রাজস্ব আদায়ের কার্য্যকারককে বুঝায়।

কিতা, হিসাবের প্রত্যেক দফা।

কিতাবন্দি, কোন গ্রামের উৎকৃষ্ট (লাএক) ও নিকৃষ্ট (গরলাএক)

জমি সমভাবে প্রজাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া বন্দোবস্ত করা।

কিস্তি, খাজানা কি অন্য প্রকারের দেনা টাকা শোধ করিবার ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্ধারিত সময়।

কিস্তিবন্দী, যে যে সময়ে রাজস্ব দিতে হইবে তাহার নিয়ম।

কৈফিয়ৎ, বর্ণনা; মন্তব্য; হিসাবের বিশেষ বিবরণ; ব্যাখ্যা।

কোর্ফা, প্রজার অধীন প্রজা।

(খ)

খতিয়ান্; যে বহিতে শ্রেণী বদ্ধরূপে হিসাব লেখা যায়। "রোক-ড়ের", "বাকিজায়ের" অথবা "চিঠার" শ্রেণীবদ্ধ নকল।

খস্ড়া, পাণ্ডুলিপি; হিসাব; গ্রাম জরিপ করিতে হইলে যে বহিতে জমির নম্বর, বেয়ারিং, পরিমাণ ইত্যাদি লেখা হয় তাহাকে খসড়া (ইংরাজিতে "ফিল্‌ডবুক") কহে; খসড়া দৃষ্টে যে নক্সা (ম্যাপ্) প্রস্তুত হয় তাহাকে "সজড়া" কহে।

খসড়া অথবা খেসারৎ, ক্ষতি।

খাজাঞ্চী, যে কার্য্যকারকের হস্তে নগত টাকা ও তাহার হিসাব থাকে।

খাজানা, জমির উৎপন্নের যে অংশ, জমি ভোগ দখল করিতে দিবার ভাড়া স্বরূপ, প্রজার নিকট জমিদার পায়; জমির কর।

খাতক, অধমর্ণ; যে ব্যক্তিকে টাকা কর্জ দেওয়া যায়। যে ব্যক্তি টাকা কর্জ দেয়, তাহাকে "উত্তমর্ণ" বা "মহাজন" কহে।

খানাবাটি, বসতিকরার বাটি।

খামার, যেখানে শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া পশ্চাৎ তাহা পরি-ষ্কার করা যায়; যে জমির খাজানা শস্য দ্বারা দেওয়া যায়; যে জমি জমা করিয়া না দিয়া জমিদার কৃষিকর্ম্মের জন্য স্বয়ং রাখেন।

খারিজ, পৃথক; অতিরিক্ত। "খারিজ দাখিল" অর্থাৎ কোন জমায় এক প্রজার নামের পরিবর্ত্তে অপর প্রজার নাম পত্তন করা।

খালাশ, অব্যাহতি পাওয়া; মুক্তি।

খাস, প্রবীণ; মহৎ; মনোনীত; গুপ্ত; স্বতন্ত্র; ভূম্যধিকারী ও কৃষি প্রজার মধ্যবর্ত্তী অন্য প্রজা না রাখিয়া যে সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়।

খাস আপীল, ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত দাবীর মোকর্দ্দমার নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল (Appeal)

খাস তহশীল, ইজারাদার ইত্যাদি দ্বারা খাজানা আদায় না করিয়া প্রজার নিকট হইতে সাক্ষাৎ রূপে আদায় করা।

খিয়ানৎ, বিশ্বাস ঘাতকতা; চুক্তি ভঙ্গ; গচ্ছিত টাকা অবৈধরূপে স্বয়ং ব্যবহার করা, যাহা সাধারণতঃ "তহবিল্ তছরূপ" নামে খ্যাত।

খিল্, পতিত জমি।

খুদ্খাস্ত প্রজা, যে প্রজা জমার জমিতে বসতি করে; যে প্রজা অপরের জমিতে বাস করিয়া জমা রাখে তাহাকে "পাইখাস্ত" কহে। যে প্রজা পৈতৃক জমার জমি চাষ পূর্ব্বক ভোগ দখল করে।

খোদ্ অথবা খুদ্, স্বয়ং।

খোষ কবলা, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যে চুক্তি কি নিয়ম পত্রে আবদ্ধ হওয়া যায়; বিক্রয় পত্র।

(গ)

গাতা, একের কর্ম্ম করিয়া দিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ তদ্দ্বারা কার্য্য করিয়া লওয়া। কৃষাণেরা এইরূপে চাষকর্ম্ম করিয়া থাকে।

গ্রীবি অথবা গির্বি, বন্ধক।

গুজ্রাৎ খোদ, স্বয়ং মারফৎ; আপনার দ্বারা।

গুজ্রান, জীবিকা নির্ব্বাহ করা।

গুজস্তা, গত বৎসরের।

গুজার্, যে ব্যক্তি হস্তান্তর করে কি দেয়; এই শব্দ হইতে "মাল গুজার্" শব্দ হইয়াছে। "মাল শব্দের অর্থ দেয় রাজস্ব; যে ব্যক্তি খাজানা দেয় তাহাকে "মাল্‌গুজর্" অথবা "মাল্‌গুজরদার" কহে।

গুকপ্তি, যে ভূমি বিনা করে গোপন ভাবে ভোগ করা যায়।

গোচর, যেখানে গো মহিষাদি চরে।

গোমস্তা, খাজানা কি পাওনা টাকা আদায় করার জন্য নিযুক্ত ক্ষুদ্র কার্য্যকারক।

(ঘ)

ঘাস বেড়া মহাল্, গো মহিষাদির খোরাক জন্য যে জমি ঘিরিয়া রাখা যায়।

(চ)

চক্, জমির চিহ্নিত খণ্ড।

চর্চ্চা, জমিদারীর যে সমস্ত জমির কর ধার্য্য হয় নাই, তাহা বৎসর বৎসর অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় করিয়া কর ধার্য্য করা।

চাক্‌লা, অনেক পরগণার যোগে প্রদেশ বিভাগ।

চালান, টাকা কি দ্রব্য জাতের সহিত যে নির্দ্দেশ পত্র প্রেরিত হয়। প্রেরিত দ্রব্যজাত বুঝিয়া পাইয়া চালানে স্বাক্ষর করিয়া-দিলে, তাহাকে "সহিচালান" কহে।

চিঠা, ভূমি মাপ করিয়া যে কাগজে তাহার সীমাবদ্ধ, বর্ণনা ও পরিমাণ থাকে। জমির "দাগ" অর্থাৎ যে অংশ প্রজার অধীনে থাকে, জমির অবস্থা, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বিবরণ চিঠায় লেখা থাকে।

চৌহদ্দি, স্থাবর সম্পত্তির চতুঃসীমার বর্ণনা।

(ছ)

ছুরাছুরি, চুম্বক।

(জ)

জঙ্গলবুড়ি তালুক, যে সমস্ত ভূমি জঙ্গলাবৃত ছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া আবাদ করার জন্য কিছুকালের নিমিত্ত বিনা করে দেওয়া হইত, তৎপরে ভূমি আবাদ হইতে আরম্ভ হইলে নির্দ্দিষ্ট কর অবধারিত হইত, এবং পরিষ্কার কারিকে ঐ সমস্ত ভূমির নিগূঢ় স্বত্ব অর্পিত হইত; ভূমির জঙ্গল পরিষ্কারার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অল্প করে যে জমি দেওয়া যায়।

জদ্, স্মারক লিপি; সমশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট বৈষয়িক বৃত্তান্ত ঘটিত যে পত্র লেখা যায়। এই শব্দ "ইয়াদ্" উচ্চারিত হইয়া থাকে। "ইয়াদ্ দস্ত" অর্থাৎ স্মরণার্থ টিপ্পনি (Memorandum.)

জমা, সংখ্যা; সমষ্টি; আয় ব্যয়ের হিসাবের বাম ভাগের অর্থাৎ আয়ের অঙ্ক; প্রজার নিকট মোট যে কর পাওয়া যায়।

জমা ওয়াশীল বাকি, যে কাগজে প্রজার জমার বিবরণ, পূর্ব্ব বৎসরের বাকি খাজানার বিবরণ, বর্ত্তমান বৎসরের আদায় ও অবশিষ্ট বাকি লেখা থাকে।

জমা খরচ, আয় ব্যয়ের দৈনিক হিসাব।

জমাবন্দি, কোন গ্রামের কি মহালের জমির অবস্থানুরূপ কর ধার্য্য করা। জমাবন্দি কাগজে, প্রজার নাম, তাহার দখলী ভূমির সংখ্যা, ভূমির অবস্থা, পরিমাণ, পূর্ব্বের ধার্য্য খাজানা, বর্ত্তমান নিরিখ ও ধার্য্য করের বিবরণ লেখা থাকে।

জমি, ভূমি।

জমিদার, ভূম্যধিকারী। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ সালের ৮ আইন, ১৭৯৪ সালের ৩ আইন, ১৭৯৫ সালের ৫ আইন ও তৎপরবর্ত্তী বিধি দ্বারা জমিদার ও সামলীয়ৎ তালুকদারগণকে ভূমির "প্রকৃত স্বামী" বলিয়া স্বীকার করিয়া ভূমিতে তাহাদিগকে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান

করিয়াছেন; কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে রাজস্ব না দিলে প্রকাশ্য নীলামে জমিদারী বিক্রয় হইয়া যায়। উক্ত তিন দেশের জমিদারগণের সহিত গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যে কর ধার্য্য করিয়াছেন তাহা কোন কারণে বৃদ্ধি করিতে পারেন না।

জরিপ, ভূমি মাপ করিয়া তাহার পরিমাণ ও বর্গফল স্থির করা।

জরিপেশ্‌গি, অগ্রিম দান; ভূমি ইজারা কি অন্য কোন সূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া।

জলকর, নদী, পুষ্করিণী ইত্যাদির খাজানা।

জবানবন্দী, মৌখিক প্রমাণ।

জবানি, মৌখিক।

জায়দাদ, সম্পত্তি।

জাল, কৃত্রিম।

জাবেতা, ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা চিহ্নিত করা, যথা "জাবেতা নকল।"

জামিন্, প্রতিভূ।

জুলুম্, অত্যাচার।

জোত জমা, কৃষকের জমা; জমিদারের অধীন প্রজার সামান্য জমা।

(ঠ)

ঠিকা, ভাড়া; সাময়িক পরিশ্রমের বেতন; কোন মহালের খাজানা আদায় করিয়া দিতে যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দেওয়া যায়। কিয়ৎ কালের জন্য জমি চাষ করিতে দেওয়া।

(ড)

ড়িহি, মহালের বিভাগ বিশেষ।

(ত)

তক্‌শিশ্, অথবা তশ্‌খিশ্, মূল্য; কর নির্দ্ধাধরণ; ভূমিতে প্রকৃত যে কর পাওয়া যায়।

তক্‌শিশ্‌ জমাবন্দি, বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভুমির উপর নির্দ্দিষ্ট যে কর ধার্য্য হয়, উক্ত বন্দোবস্তের চুক্তি অনুসারে যে রাজস্ব আদায় হয় ইহার বিশেষ বিবরণের হিসাব; জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির সহিত যে নির্দ্দিষ্ট করের চুক্তি হয় তাহার বর্ণনা সম্বলিত হিসাব।

তছরূপ, সম্পত্তির উপর অধিকারীর স্বত্ব ও সম্বন্ধ; অধিকার; স্বামিত্ব। "তহবিল তছরূপ" অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ অথবা যাহার প্রতি নগত টাকা রক্ষা করার ভার থাকে, তদ্দ্বারা রক্ষিত টাকা নিজ ব্যবহারে অবৈধরূপে প্রয়োগ (Embezzlement.)

তজ্‌দিক্‌, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের হস্তে কোন দলিল কি নিদর্শন পত্র অর্পিত হইলে, তদ্দ্বারা উহাতে স্বাক্ষর। সত্যতা; প্রমাণ।

তফ্‌রিক্‌, বিভাগ। কাজীর আজ্ঞাক্রমে দাম্পত্য সম্বন্ধ ভঙ্গ।

তফ্‌শিল, হিসাবের বিশেষ বিবরণ।

তম্‌শুক্‌, টাকা কর্জ লইয়া যে খত দেওয়া যায়।

তর্‌জমা, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ।

তরফ্‌, কতিপয় গ্রামের সমষ্টিতে পরগণার বিভাগ।

তলব্‌, বেতন; আহ্বান; প্রাপ্য খাজানা।

তলবানা, দৈনিক বেতন।

তহবিল বাকি, অথবা, নিকাশি পোতা, জমিদারের কর্ম্মচারিগণ নিকাশ দিয়া যত টাকার দায়ী হয়।

তহরির্‌, প্রজার নিকট হইতে জমিদারের কর্ম্মচারিগণ সরঞ্জামী খরচ ইত্যাদি বলিয়া যে উৎকোচ লয়।

তহশিল্‌, খাজানা আদায়।

তহবিল্‌, মৌজুদ্‌ টাকা (Cash-balance.)

তাএদ্‌ (বহু বচনে তাএদাদ্‌), সাহায্য; সমর্থন; ভুমি নিষ্করে ভোগ করিবার অধিকার নির্দ্দেশক সনন্দ অথবা কবচ।

তাএদ্ নবীশ, সহকারী মহরের্; শিক্ষানবিশ।

তাকাদা, শীঘ্র; দার শোধ করার জন্য তাড়না।

তাকাবি, ভূমি চাষ করিবার জন্য প্রজাকে আগামী টাকা দেওয়া; দাদন।

তালুক, সম্পত্তি; জমিদারী অপেক্ষা ক্ষুদ্র সম্পত্তি, যাহা ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে নির্দ্দিষ্ট করে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের নিয়মে অধিকারিগণের সহিত বন্দোবস্ত হয়। তালুক হস্তান্তর করা যাইতে পারে এবং নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব না দিলে বিক্রয় হইয়া যায়। তালুক দ্বিবিধ; (১) হুজুরী, যাহার রাজস্ব সাক্ষাৎ রূপে গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়; (২) মজ্‌কুরী, যাহার রাজস্ব জমিদারের নিকট দিতে হয়, এবং জমিদার গবর্ণমেণ্টকে দেন। মজ্‌কুরি তালুকের আর এক নাম মফস্বলী অথবা সাম্‌লিয়ৎ তালুক। মজ্‌কুরি তালুকদারের উত্তরাধিকারী না থাকিলে, তাহার উপরিস্থ জমিদার ঐ তালুক প্রাপ্ত হন। মোগল সম্রাটগণ অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ অথবা জঙ্গল পরিষ্কার জন্য কখন কখন সামান্য করে তালুক দিতেন।

তারিফ্, আম্‌দানি ও রপ্তানির (Import and export) শুল্কের হার। এই শব্দটি ইংরাজি ভাষায় ব্যবহৃত হয় (Tarif.)

তেরিজ, হিসাবের চুম্বক।

তৌফির্, বৃদ্ধি; কৃষিকার্য্যের বিস্তারাদি কারণে ভূমিসম্পত্তির আয় বৃদ্ধি।

তৌজি, খাজানা আদায়ের হিসাব, যাহাতে প্রত্যেক প্রজার নাম, তাহার বাৎসরিক যত খাজানা যে যে তারিখে দেনা, যত আদায় হইয়াছে ও যত বাকি আছে, লেখা থাকে।

(দ)

দখল, অধিকার; স্বামিত্ব; ইহার বিপরীত শব্দ "বেদখল" অর্থাৎ অধিকার হইতে অপর দ্বারা বঞ্চিত হওয়া।

দফ্‌তর্, দলীল; হিসাব। যেখানে দলীল ও হিসাবাদি রক্ষিত হয়

তাহাকে "দফ্‌তর্‌খানা" কহে।

দর্‌বার্‌, ধর্ম্মাধিকরণ; বিচারালয়; রাজপুরুষের সভা (Levee.)

দলীল, প্রমাণ; নিদর্শন পত্র; কবচ; জোগাড়; দৃষ্টান্ত।

দস্ত, হস্ত। "দস্ত বদস্ত" হাতে হাতে।

দস্তুরী, খাজাঞ্চী ও অন্যান্য কার্য্যকারক, যে ব্যক্তির টাকা পাওনা থাকে তাহার নিকট হইতে যে উৎকোচ গ্রহণ করে।

দাখিল্‌, কোন দফা হিসাবভুক্ত করা; টাকা জমা করিয়া লওয়া; অধিক ভূমির সমষ্টিতে অল্প ভূমি যোগ করা; হিসাবে প্রজার নাম পত্তন করা; অর্পণ করা।

দাখিলা, টাকা অথবা দ্রব্য পাইয়া, প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ লিখিত নিদর্শন; খাজানা লইয়া প্রজাকে যে নিদর্শন দেওয়া যায়। দাখিলায় ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও যে যে বৎসরের কর আদায় হয় তাহা লেখা থাকে। খাজানা লইয়া দাখিলা না দিলে আইনানুসারে অর্থ দণ্ড হয়। (১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ৮ আইন, বাঙ্গালা কৌন্সেল্‌)

দালাল্‌, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী কার্য্যকারক, যাহার মার্‌ফতে ক্রয় বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়।

দেওয়ান, প্রধান রাজস্ব মন্ত্রী।

দেবোত্তর, দেবসেবার জন্য নিষ্কর ভূমি।

(ন)

নক্‌সা, মানচিত্র (Map.)

নজরবন্দ, চক্ষের উপর রাখা।

নন্‌কর জমি, জমিদার অথবা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের ভরণ পোষণার্থ নিষ্কর জমি।

নাএব, প্রতিনিধি; খাজানা আদায়ের কার্য্যকারক।

নাতান, দরিদ্র।

নিকাশ, হিসাব পরিষ্কার; ঋণ শোধ।

নিটস্ কাৎ, প্রজার দখলী জমির পরিমাণানুসারে ধার্য্য কর; উচ্চতম কর।

নিজজোৎ, ভূম্যধিকারীর খামার জমি; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারের ভরণ পোষণ জন্য নিষ্করে যে জমি ছিল।

নিরিখ, খাজানার হার।

(প)

পঞ্চাইত, বিবাদ মীমাংসা করার জন্য গ্রাম্য সভা। পাঁচ অথবা তদধিক ব্যক্তিকে উভয়পক্ষ মনোনীত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য আহ্বান করে; মধ্যস্থগণ ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। পূর্ব্বে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় গৃহবিচ্ছেদ ও মোকদ্দমা অতি অল্প হইত; কিন্তু এক্ষণ আইন ও আদালতের প্রভাবে এই সুপ্রথাটি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণ ভূমিসম্বন্ধীয় জটীল মোকদ্দমায় পক্ষগণ প্রার্থনা করিলে আদালত হইতে পঞ্চাইৎ নিযুক্তের আজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্রূপ নিযুক্ত মধ্যস্থগণের প্রতি মীমাংসার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পিত হয় না।

পটিদারি তালুক, যৌত তালুক, কিন্তু অংশিগণ স্ব স্ব অংশের ভূমি বণ্টন করিয়া তাহাতে পৃথক রূপে স্বত্ববান থাকে ও স্ব স্ব দেয় রাজস্ব এক ব্যক্তির দ্বারা দাখিল করে। কিন্তু যে যে নিয়মে গবর্ণমেণ্টের নিকট উক্ত তালুক আবদ্ধ, তাহার কোন নিয়ম অংশিবিশেষ লঙ্ঘন করিলে, সকল অংশী ও সমগ্র তালুক তজ্জন্য দায়ী থাকে।

পাট্টা, যে যে নিয়মে জমি জমা করিয়া দেওয়া যায়, তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রজাকে যে নিদর্শন পত্র দেওয়া যায়। প্রজা যাহাকে কর দেয় তাহার নিকট পাট্টা পাইবার অধিকারী পাট্টাতে এই এই বিষয় লিখিতে হয়;—

(১) ভূমির সীমাযুক্ত বর্ণনা (চৌহদ্দী) ও পরিচয়,

(২) ভূমির পরিমাণ,

(৩) অবধারিত কর,

(৪) যে যে কিস্তিতে খাজানা দেয়।

(৫) মুদ্রা কি শস্য দ্বারা খাজানা দেয়।

(৬) অন্যান্য বিশেষ নিয়ম।

পাট্টাদিতে অস্বীকার করিলে, তজ্জন্য প্রজার যে ক্ষতি ও ব্যয় হয় তদনুরূপ দণ্ড দিতে হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ, ৮ আইন।

"কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক জমিদারকে, অথবা রাজস্ব গ্রাহী অন্যান্যের দ্বারা কৃষককে কিম্বা পেটাও রাইয়ৎকে ভূমি ভোগ করিবার, এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে, অথবা যাহা হইতে ভূমির অধিকার পায় তাহার নিকটে উৎপন্নের পরিমাণ অথবা মুল্য দাখিল করিবার নিয়মে যে নিদর্শন পত্র দেওয়া যায়, তাহাকে পাট্টা কহে।"

১৮৬৯। ৮ আইনানুসারে পাট্টা তিন প্রকার—

(১) মোকররী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট জমায় যে পাট্টা পাওয়া যায়।

(২) উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে যে পাট্টা পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহাদিগের মধ্যে যে করারদাদ অথবা নিয়ম হয় তদনুসারে যে পাট্টা পাওয়া যাইতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে [১৭৯০ হইতে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দ। যশোহর জেলায় ১৭৯৩। ২২ মার্চ] যে ব্যক্তি একি হারে খাজানা দেয় সে (১) প্রকারের পাট্টা পায়। ভূমিতে ১২ বৎসরের অধিককাল দখল থাকিলে (২) প্রকারের, ও তাহার ন্যুন হইলে (৩) প্রকারের পাট্টা পাইতে পারে।

পত্তনি, নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় করিলে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের স্বত্ব ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক

উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া জমিদারীর যে অংশ স্থায়ীরূপে পাট্টা করিয়া দেওয়া যায়। পত্তনিদার অপর ব্যক্তিকে জমা করিয়া দিলে তাহাকে "দরপত্তনি", ও দরপত্তনিদার জমা করিয়া দিলে "ছেপত্তনি" কহে। পত্তনিতালুক হস্তান্তর হইলে, নূতন গৃহীতা জমিদারের সেরেস্তায় স্বীয় নাম পত্তন করিতে বাধ্য। নামপত্তন করিতে হইলে দেয় খাজানার শত করা ২৲ টাকা ফিশ দিতে হয়, কিন্তু ফিশের ঊর্দ্ধ সংখ্যা একশত টাকা। পত্তনি তালুক বাকি খাজানার জন্য বিক্রয় হইলে, ক্রেতা ফিশ দিতে বাধ্য নহে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই নব গৃহীতা দেয় খাজানার অর্দ্ধেক পরিমাণ জামিন দিতে বাধ্য। পত্তনিদারের নিকট খাজানা বাকি থাকিলে ১লা বৈশাখ ও ১লা কার্ত্তিক আদালতে ও কালেক্টরিতে দরখাস্ত করিতে হয়। ১লা জ্যৈষ্ঠ ও ১লা অগ্রহায়ণের মধ্যে খাজনা আদায় না হইলে কালেক্টর কর্ত্তৃক পত্তনি তালুক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইয়া বাকি খাজানা আদায় হয়। ১৮১৯ খৃঃ অব্দ ৮ আইন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দ ৩৩ আইন। ১৮২০ খৃঃ অব্দ ১ আইন।

পতিত জমি, যে জমিতে বহুদিন চাষ আবাদ হয় নাই। ইহার বিপরীত শব্দ "উঠিত" অর্থাৎ কর্ষিত; চাষের অধীন।

পরওয়ানা, লিখিত আজ্ঞা।

পাইকড়, ব্যবসায়ী; মধ্যবর্ত্তী বণিক্; দালাল; ফেরিওয়ালা।

পাহি-খাস্ত, একগ্রামের প্রজাদ্বারা অন্য গ্রামের ভূমি চাষ; "খুদ খাস্ত" শব্দ দেখ।

পিত্তল গোলা দুই গ্রামের জমি পরস্পরের মধ্যে থাকা।

পীরান্, পীরোত্তর, মুসলমানদিগের দেব সেবার জন্য নিষ্কর ভূমি।

(ফ)

ফএশালা, মোকদ্দমা বিচারান্তে আদালতের অনুজ্ঞা পত্র।

ফৎওয়া, বিচারপতির আজ্ঞা; মুসলমান বিচারপতির লিখিত মত।

ফর্‌ছুৎ, অবকাশ ; সুবিধা।

ফসলিসন, সম্রাট আকবর সাহার প্রবর্ত্তিত সন। এটি হিজ্‌রা সনের সঙ্গে ঐক্য ; কেবল বিশেষ এই যে ইহা আশ্বিন মাসের ১০ই তারিখে আরম্ভ হয়। এই সন ১৬১২ সম্বৎ (১৫৫৫) খৃঃ অব্দের ২৫এ (সেপ্টম্বর) হইতে আরম্ভ হয়।

ফরিয়াদ, সাহায্য প্রার্থনা ; অভিযোগ ; নালিশ। যে ব্যক্তি নালিশ করে তাহাকে "ফরিয়াদী" কহে।

ফাজিল, প্রাপ্য টাকার অথবা আনুমানিক তালিকার অতিরিক্ত।

ফার্‌খৎ, দায় হইতে অব্যাহতি পত্র ; অংশিত্ব ভঙ্গের লিখিত পত্র ; স্ত্রীত্যাগ পত্র।

ফেরারী, পলাতকা ; অনুদ্দেশ ; যে প্রজা ঘরবাটী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

ফৌজ, সৈন্য।

ফৌতি, মৃত।

(ব)

বন্দোবস্ত, নিয়ম ; চুক্তি ; খাজানা আদায়ের ও জমি ভোগের নিয়ম।

বন্ধক, কোন দ্রব্য আবদ্ধ রাখা।

বর্গাভাগ, কৃষক দ্বারা ভূমি চাষ ও শস্য রোপণ করিয়া অংশ ক্রমে উৎপন্ন লওয়া।

বরাত, কোন ব্যক্তিকে টাকা দিবার জন্য প্রজা অথবা কার্য্যকারকের উপর আজ্ঞা।

বাকি, নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য টাকা আদায় না হইলে ; নিয়মান্তে তাহাকে "বাকি" কহে।

বাকিজায়, যে হিসাবে বাকির বিবরণ লেখা থাকে।

বাজার, যেখানে পণ্যদ্রব্য প্রত্যহ ক্রয় বিক্রয় হয়। যেখানে নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে "হাট" কহে। হাট বাজার বিশিষ্ট প্রধান বাণিজ্য স্থান, যেখানে দ্রব্য জাত প্রায়ই থোক বিক্রয় হয় তাহাকে "গঞ্জ" কহে।

রাজেআপ্ত, পুনর্গ্রহণ; দত্তভূমি পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক বন্দোবস্ত; অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা; উত্তরাধিকারী অভাবে বা কারণান্তরে রাজপ্রাপ্ত সম্পত্তি।

বাদী, অর্থী; যে ব্যক্তি নিজের অথবা অপরের জন্য মোকদ্দমা উত্থাপন করে।

বাদসাহী তালুক, রাজদত্ত তালুক।

বাদসাহী সনন্দ, শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট প্রাপ্ত ভূমির অথবা পদের নিদর্শন পত্র।

বাটআরা, বিভাগ; ভূমি অথবা গ্রাম অংশীর সহিত বিভাগ করিয়া লওয়া।

বারিজ, হিসাবের বিশেষ বিবরণ।

বাট্টা, অপ্রচলিত অথবা কমি টাকা পূরণজন্য যাহা দেওয়া যায়; টাকার মূল্য কমি থাকিলে তাহা পূর্ণ করার জন্য যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হয়।

বাবত, জন্য; সম্বন্ধ অর্থ বোধক শব্দ।

বাস্তু, ভদ্রাসন বাটী।

বাঁশগাড়ি, জমি দখল করিবার চিহ্ন স্বরূপ তাহার উপর বাঁশ স্থাপন।

বিঘা, ভূমির পরিমাণ; কুড়ি কাঠা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাঠার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কোন স্থানে ১৮ ইঞ্চ হাতের ৪ অথবা ৫ হাতে এক কাঠা হয়, কোন স্থানে ২০ ইঞ্চ, কোন স্থানে ২১ ইঞ্চ ইত্যাদি হাতের পরিমাণ আছে। ভূমি মাপ করিয়া জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা ও শুভঙ্করের নিয়মানুসারে, কালী (Area) স্থির করিতে হয়। ভূমির দৈর্ঘ্য ও পরিসর ঠিক্ হইলে নিম্নলিখিত শুভঙ্করের নিয়মানুসারে সহজে কালী স্থির হয়—"কুড়বা কুড়বা কুড়বা নিযো, কাঠায় কুড়বা কাঠায় নিযো, কাঠায় কাঠায় ধুর পরিমাণ, বিশ গণ্ডায় কাঠা যান।"

কুড়া — বিঘা। যথা ঃ—

দী	প্র	কালী
১।০	১/৩	১।৩৸

১ বি × ১ বি = ১ বিঘা = ১/০
৫ কা × ১ বি = ৫ কাঠা = ।০
৩ কা × ১ বি = ৩ কাঠা = /৩
৫ কা × ৩ কা = ১৫ গণ্ডা = /৸
} — ১।৩৸০

বিতং, বিবরণ।

বিলায়তী, বিদেশীয়; উড়িষ্যা দেশে প্রচলিত সন ৫৯২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ।

বেওয়ারিশ অথবা লাওয়ারিশ, যাহার উত্তরাধিকারী নাই।

বেকশুর, অপরাধ শূন্য।

বেজাবেতা, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অননুমোদিত।

বেনামী, নামশূন্য; সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী নামে না থাকিয়া অপরের নামে থাকা।

বেল্‌মোক্তা, চুক্তি অনুযায়ী; রাইয়ত যে খাজানা, বিঘা প্রতি দেয়।

বৈবিল্‌ওয়াফা, নৈমিত্তিক বিক্রয়; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ করিয়া তাহার নিকট এই নিয়মে সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে আবদ্ধ সম্পত্তি উদ্ধার (খালাশ) করিয়া লইবে, নতুবা আবদ্ধ রাখা সম্পত্তিতে, যে ব্যক্তি আবদ্ধ রাখিয়াছিল, তাহার স্বকীয় স্বত্ব ও অধিকার জন্মিবে।

ব্রহ্মোত্তর, ব্রাহ্মণকে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল জন্য নিষ্করে যে ভূমি দেওয়া যায়।

(ভ)

ভাগাড়, মৃতপশু ফেলিবার স্থান।

(ম)

মজ্‌কুর, প্রাগুক্ত; পূর্ব্বে বর্ণিত; বর্ণিত ঘটনা; লিখিত বর্ণনার সারাংশ।

মজ্‌কুরি তালুক, " তালুক " শব্দ দেখ।

মজ্‌কুরি রাইয়ৎ, অস্থৈর্য্য জমার প্রজা; যে প্রজার পুরুষানুক্রমিক দখলের স্বত্ব নাই।

মদদ্‌, সাহায্য; আহার্য্য বস্তু।

মব্‌লগ্‌, অর্থসমষ্টি।

মহোত্রাণ, শূদ্রের প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি।

মহাল, স্থাবর সম্পত্তি; প্রদেশ; তালুকের অংশ।

মাড়চা, জমিদারদিগের পরিবারের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে প্রজার নিকট হইতে যে চাঁদা আদায় হয়।

মামুলি, পূর্ব্বাপর আগত নিয়ম; এবং তদনুসারে যাহার নিকট যাহা পাওয়া যায়।

মাল্‌, ধন; সম্পত্তি; ভূমির রাজস্ব।

মাল্‌গুজারি, " গুজার " শব্দ দেখ।

মাল্‌গুজারি-আয়মা, অল্প খাজানায় ভূমি দেওয়া; দাতব্য-কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট-রাজস্বের অংশ প্রয়োগ। " আয়মা " শব্দ দেখ।

মালিক, অধিকারী; স্বামী।

মালিকানা, মালিক সম্বন্ধীয়; পূর্ব্বে, ভূম্যধিকারিগণ রাজস্ব দিতে ত্রুটি অথবা নির্দ্ধার্য্যহারে ভূমি বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করিলে, গবর্ণমেণ্ট অন্যদ্বারা কি স্বয়ং তদ্রূপ সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মালিকের ভরণ পোষণার্থে যে টাকা দিতেন। (১৭৯৩ খৃঃ অব্দ ১।৮ আইন।

মাল্‌জামিন, আর্থিক প্রতিভূ; নিয়ম ভঙ্গ হইলে যে ব্যক্তি জামিন হয় সে জামিন পত্রের লিখিত অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য। উপস্থিত হইবার প্রতিভূকে " হাজির জামিন " কহে।

মিছিল্, মোকদ্দমা; আদালতের কার্য্য।

মুচলকা, লিখিত নিয়মপত্র; গবর্ণমেণ্ট যে হারে কর ধার্য্য করেন তাহাতে সম্মতিসূচক প্রতিলিপি; আইন সঙ্গত কোন কার্য্য করিতে কি না করিতে, অথবা বে আইন কোন কার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকিতে স্বীকৃত হইয়া যে নিয়ম পত্র লিখিয়া দেওয়া যায় সেই নিয়ম পত্রানুরূপ কার্য্য না করিলে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হয়।

মোজাহিম্, প্রতিবন্ধক; আপত্তি উত্থাপন। মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি বাদী কি বিবাদী নহে, কিন্তু বিরোধীয় বিষয়ে স্বীয় অধিকার কি স্বত্ব আছে বলিয়া এক পক্ষ হয়, তাহাকে " মোজাহিম্-দার " বলে।

মুন্‌সেফ্, বিচারক; ১০০০৲ টাকা দাবী পর্য্যন্ত মোকদ্দমা বিচার করার জন্য দেশীয় বিচারক (১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৬ আইন।

মুন্সি, লেখক।

মোক্তার, মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত কার্য্যকারক। এটর্নি (Attorney.)

মোকর্‌ররি জমা, যে জমার কর নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। (১৭৯৩ খৃঃ অব্দ। ৮ আইন।)

মফঃস্বল, প্রধান স্থানের অধীন গ্রাম সমূহ। প্রধান স্থানকে "সদর" কহে।

মোশহরা, মাসিক দান; বেতন।

মৌকুফ, মাপ; রেহাইত।

মৌজা, গ্রাম ও গ্রামবাসিদিগের ভূমি।

মৌজুদ, যে টাকা ব্যয় হয় নাই।

মৌরশি, পুরুষানুক্রমিক; পুরুষানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট হারে যে জমার খাজনা দেওয়া যায় তাহাকে মৌরশি জমা কহে।

(র)

রদ্, ব্যর্থ করা, অনুমোদন না করা।

রদ্ বাতীল, ব্যর্থ।
রফা, বিবাদ মীমাংসা।
রফাদফা, কার্য্য নিকাশ; বিবাদ ভঞ্জন।
রসুম্, শুল্ক; দস্তুরি।
রশি, ভূমির মান সূত্র; যদ্দ্বারা ভূমি মাপ করা যায়, সাধারণতঃ ৮০ হাত লম্বা।
রসদ্, সৈন্যের আহার; করের ক্রমাধীন হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।
রাইয়ৎ, প্রজা; কৃষিপ্রজা।
রাজিনামা, লিখিত সম্মতি; বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি।
রাস্তা, পথ।
রুইদাদ্, নিম্নস্থ কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, সে তাহার সবিশেষ অবস্থা যে পত্রে লিপিবদ্ধ করে; বিজ্ঞাপনী।
রুজু, মোকদ্দমা উত্থাপন করা; মিল; সম্বন্ধ।
রুবকারী, মোকদ্দমার লিখিত বিবরণ যাহাতে নিষ্পত্তির সবিশেষ হেতু ও ঘটনা লেখা থাকে।
রোক্ টাকা, নগত টাকা।
রোজনামা, দৈনিক হিসাবের বহি।
রোপশ্, গোপন, পলায়িত।

(ল)

লওয়াজিমা, আবশ্যক দ্রব্য; আবশ্যক জোগাড় (Vouchers) ও দলীল।
লহনা, বাকি পাওনা।
লাএক, উপযুক্ত; উর্ব্বরা ভূমি।
লাওয়ারীশ, যাহার উত্তরাধিকারী নাই।
লাখেরাজ, নিষ্কর ভূমি।
লাচার, অপারক; নিঃসহায়।
লাশ, মৃত দেহ।
লিলাম বা নিলাম, প্রকাশ্য বিক্রয়।

লেনা-দেনা, লওয়া দেওয়া; বিনিময়; বাণিজ্য; কর্জ্জ লওয়া ও দেওয়া।

(শ)

শালী, যে ভূমিতে হৈমন্তিক শস্য উৎপন্ন হয়।

শুমার, সংখ্যা; জমিদারী সেরেস্তার যে বিভাগে টাকা জমা ও খরচ হয়।

(স)

সদর, রাজস্ব আদায়ের প্রধান কার্য্য স্থান।

সনন্দ, যে দলীল দ্বারা উপাধি, স্বত্ব, ভূমি অথবা কর্ম্ম অর্পিত হয়।

সফা, পৃষ্ঠা।

সফিনামা, রাজিনামার প্রতিলিপি। বাদী রাজিনামা সম্পাদন করে, প্রতিবাদী তাহাতে সম্মত হইয়া সফিনামা সম্পাদন করে; মুক্তি পত্র; ফারখৎ।

সরঞ্জাম, সজ্জা; আবশ্যক দ্রব্যজাত।

সরঞ্জামী, আদায়ের ব্যয়।

সরবরাহকার, নাবালক, স্ত্রীলোক, জড়, বিকৃতমনা ইত্যাদি অযোগ্য ব্যক্তির সম্পত্তির কার্য্যকারক।

সরফরাজি, বৃদ্ধি; প্রশংসা; প্রধান ব্যক্তির অনুগ্রহ।

সরহাদ্দ, সীমা।

সরাগৎ, অন্যের অধিকৃত স্থান।

সরিক, অংশী।

সাএর, জঙ্গম; সমস্ত; অবশিষ্ট; ভূমির রাজস্ব ভিন্ন অবশিষ্ট রাজস্ব, যথা গৃহকর, বাজারকর, জলকর, শুল্ক ইত্যাদি।

সাজস্, কুমন্ত্রণা।

সাজা, দণ্ড।

সাজাওয়াল, কর আদায়ের কার্য্যকারক; মহালের অধিকারী, অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভাবে খাজানা আদায় জন্য বিশেষ রূপে নিযুক্ত কার্য্যকারক।

সামিল, একত্রিত ; অধীন।

সামিলাৎ, সামিল শব্দের বহুবচন।

সালি আনা, বাৎসরিক।

সালিশ, মধ্যস্থ।

সিকৃমি, অধীনস্থ।

সিকৃমি রাইয়ৎ, যে প্রজা প্রধান অংশীর যোগে কর দেয় ; তাহার নাম রাজস্বের হিসাবে লেখা থাকে না।

সিকৃমি তালুক, যে তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎরূপে আদায় না করিয়া জমিদারের মারফৎ গ্রহণ করেন। ইহাকে "সামিলাৎ" তালুকও কহে।

সিকস্ত, ভগ্ন ; আদায়ের অল্পতা ; কর বিষয়ক ক্ষতি ; নদীর বেগে ও জলধারায় ভূমি ভগ্ন হওয়া।

সিকস্ত পয়বস্ত, নদী, স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন অথবা নিকটবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্ত ভূমির লয়প্রাপ্তি ও উৎপত্তি। ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ১১ আইন দ্বারা এবম্বিধ ভূমির স্বত্ব স্থির হইয়া থাকে। চর পড়া জমির স্বত্ব দেশীয় প্রচলিত ব্যবহারানুসারে মীমাংসা হয় ; যেখানে কোন ব্যবহার প্রচলিত নাই তথায় নদী দূরে গমন করা প্রযুক্ত যে ভূমি উৎপন্ন হয় তাহা যে ব্যক্তির ভূমির সংলগ্ন, সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় ; নদী হঠাৎ কোন গ্রাম ভগ্ন করিয়া গেলে, তৎসমস্ত ভূমি মূল অধিকারীর থাকিবে ; প্রবীণ নদীর মধ্যে চর অর্থাৎ দ্বীপ সম্ভূত হইলে, দ্বীপ ও গ্রামের ভূমির ব্যবধানস্থ জল যদি কোন ঋতুতে হাঁটিয়া পার না হওয়া যায় তবে সেই দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের হইবে, তদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারী পাইবে। ক্ষুদ্র নদীতে দ্বীপ সম্ভূত হইলে, যে ব্যক্তি নদীর স্রোতের পথ ও জলকরের মালিক সেই ব্যক্তি দ্বীপ পাইবে।

সিক্কা টাকা, বর্ত্তমান মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাটগণ

কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রা যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়েও ব্যবহার ছিল।

সিয়ানা, বুদ্ধিজীবী।

সুদামদ্, ব্যবহার; পদ্ধতি।

সেওয়ায় জমা, বাজে আদায়।

সেহা, জমা খরচের বহি।

সুনা, যে ভূমিতে আশু ধান্য জন্মে।

সেরেস্তা, কার্য্যালয়; নিদর্শন।

সেরেস্তাদার, কালেক্টরি ইত্যাদি আদালতের দেশীয় প্রধান কার্য্যকারক; ক্লার্ক, মহরের ইত্যাদির কার্য্য পরিদর্শন করা ও দলীলাদি রাখা ইহার প্রধান কার্য্য।

সোলে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাদ ভঞ্জন।

(হ)

হক্, স্বত্ব, অধিকার; সত্য।

হক্‌নাহক, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা।

হকিকৎ, ঘটনার যথাযথ বর্ণনা।

হদ্‌বন্দি, হদ্‌বস্ত, জমির সীমা নির্ণয় পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করা।

হরকৎ, বিঘ্ন।

হস্তবুধ, যে হিসাবে প্রজার নাম, বাৎসরিক জমা, দেয় রাজস্ব ও বক্রি লভ্য লিখিয়া গত সনের ভূমি সম্পত্তির করের সহিত তুলনা করা যায়। ভূমি সম্পত্তির প্রাপ্য করের সমষ্টি।

হাওয়ালদার, নিম্নশ্রেণীর প্রজা, যাহাকে বিনা লিখিত পঠিতে বর্ত্তমান সময়ের জন্য জমি দেওয়া যায়। খাষ্‌খামার ইত্যাদি জমি করধার্য্য হইবার পূর্ব্বে প্রজার হাওয়ালে অর্থাৎ জেম্বায় রাখা হয়।

হাওলাৎ, অল্প কালের জন্য বিনাসুদে টাকা কর্জ্জ করা অথবা দেওয়া।

হাজৎ, অভাব; জমার যে অংশ আদায়ের অযোগ্য।

হাজা, বৃষ্টি অথবা বর্ষায় শস্য নষ্ট হওয়া।

হাজিরজামিন, মালজামিন শব্দ দেখ।

হার্‌হারি, দাবী অনুসারে বিভাগ করা।

হাল, অবস্থা; প্রচলিত।

হাসিল্‌, শস্যযুক্ত।

হিজ্‌রা, স্থানান্তরে গমন। খৃঃ অব্দ ৬২২, ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত্রি যোগে, মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি প্রচলিত মহম্মদীয় সনের উৎপত্তি।

হিস্‌সা, অংশ।

হিসাব, গণনা (Account)।

হিক্‌মৎ, জ্ঞান; নৈপুণ্য।

হুজুরি মাল্‌গুজারদার, যে সাক্ষাৎ রূপে গবর্ণমেণ্টকে খাজানা দেয়।

হুণ্ডি, টাকার বরাৎ চিটি। যে বরাৎ চিটি দৃষ্টিমাত্র টাকা দিতে হয় তাহাকে "হুণ্ডি দর্শনী" কহে; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যে বরাৎ-চিটি ক্রমে টাকা দিতে হয় তাহাকে "হুণ্ডি মাদী" কহে।

হুর্‌মৎ, মান; সম্ভ্রম।

হেবা, অর্পণ ও গ্রহণ সংযুক্ত দান।

---

(৩) ভূমির নাম।

বঙ্গদেশীয় ভূমি সমস্ত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—

(১) উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে।
(২) উৎপন্ন শস্যানুসারে।
(৩) কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি অনুসারে।
(৪) রাজস্বানুসারে।
(৫) উপযোগিতানুসারে।

(১)

আউয়ল্, উর্ব্বরা।
খারেজি, যে জমিতে শস্য উৎপাদন জন্য জল সেচন করা হয়।
লাএক, কাবেল্ অথবা জরাইট্, যে ভূমিতে চাষ হইতে পারে।
হাসিল্, জিবাতি বা মজ্রুয়া যে জমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে।
খাম্, যাহাতে উপযুক্ত শস্য জন্মে না।
জঙ্গলা, বনাকীর্ণ।
ওফ্তাদা, আচোট্ কিম্বা গর আবাদী, পতিত জমি।
বালিচাপা, বালি প্রধান জমি।
লোণাখোলা, ইহাতে সকল শস্য জন্মে না, ভূমি লবণাক্ত।

(২)

বাগাৎ, যাহাতে ফল ও উদ্ভিদ্ জন্মে।
ধানি, যাহাতে ধান্য জন্মে।
সুনা, যাহাতে শীত কালের শস্য জন্মে।
শালী, যাহাতে আমন ধান্য জন্মে।

(৩)

খামার, যে জমি জমা করিয়া না দিয়া স্বীয় কৃষি কার্য্যের জন্য রাখা যায়।

খুদ্‌খাস্ত, অধিবাসী প্রজা দ্বারা যে জমি চাষ হয়।

পাইখাস্ত, অন্য গ্রামবাসী প্রজা দ্বারা যে জমি চাষ হয়।

সেরি, যে জমি পূর্ব্বে জমিদারগণ ননকর স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাইতেন ও নিজব্যয়ে চাষ করিতেন।

(৪)

আমানি, যে জমির খাজানা গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করেন।

ইস্তমুরারী বা মোকর্‌ররী, যে জমি, নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিয়া, চিরকাল ভোগ দখল করা যায়।

খেরাজি, যাহার খাজানা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়।

চৌকিদারী, যাহা ভ্রমবশতঃ বন্দোবস্তের মধ্যে গৃহীত হয়।

ঠিকা জমি, যাহার খাজানা নগত টাকায় বা প্রকারান্তরে দেওয়া হয়।

মাফি জমি, যাহার খাজানা মাপ হইয়াছে।

লাখেরাজ বা বাজেজমি, যাহার রাজস্ব দিতে হয় না।

শালীভাগী জমি, যে জমির উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক খাজানা স্বরূপ দিতে হয়।

(৫)

বাস্তু, যে জমিতে বাস করা যায়।

খাল্‌সা, যাহা গবর্ণমেণ্ট ভোগ করেন।

জায়গীর, যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্যকারকগণ পূর্ব্বে পেন্সন্ স্বরূপ যে ভূমি পাইত।

তৌফির, বন্দোবস্তের অতিরিক্ত যে ভূমি ভোগ করা যায়।

ননকর, জমিদারদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্বে যে ভূমি দত্ত হইত।

মখলুৎ, এক গ্রামের জমি অন্য গ্রামের জমির সহিত লিপ্ত থাকিলে, তাহাকে " মখলুৎ " কহে।

সমাপ্ত।

